জুলাই

৩রা জুলাই

প্রেরিতদূত সাধু টমাস

পর্ব

দ্বিতীয় পাঠ - রাবানুস মাউরুসের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৩৫:৬৭-৬৮**

প্রেরিতদূতদের মহত্ত্ব

যখন প্রভু আপন প্রেরিতদূতদের কাছে সেই মহাসম্মান দেখাতে অভিপ্রেত হলেন যা তাঁদেরই অধিকার, ও যা অন্যান্য শিষ্যদের সম্মানের চেয়ে অধিক মহান, এমনকি প্রাচীনকালের ন্যায়নিষ্ঠদের ও নবীদের সম্মানের চেয়েও মহান, তখন তাঁদের বললেন: *তোমাদের চোখ সুখী, কারণ দেখতে পায়; তোমাদের কান সুখী, কারণ শুনতে পায়; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও ধার্মিক মানুষ দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।* অন্যত্র তিনি বললেন, *আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না; তোমাদের আমি বন্ধু বলছি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি।*

এঁরাই জগতের আলো, কারণ এঁদেরই দ্বারা প্রথম প্রভু বিশ্বাসের আলো ও সত্য জ্ঞান জগৎকে দান করলেন ও ভুলভ্রান্তি ও পাপের অন্ধকার থেকে জাতি ও দেশ উদ্ধার করলেন। এঁরাই পৃথিবীর লবণ, কারণ এঁদেরই দ্বারা পৃথিবীর সকল অধিবাসী সেই পরিপক্বতা লাভ করল যা অনন্ত জীবনের আস্বাদ, তারা যেন দেহসংযম করতে পারে আর পাপ ও রিপুর কীট থেকে রেহাই পেতে পারে। যোহন-লিখিত প্রত্যাদেশ অনুসারে, এঁরাই সেই বারোটা মূল্যবান রত্ন যা স্বর্গীয় নগরীর ভিত্তিতে বসানো, কেননা এঁদেরই বাণীপ্রচার মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করল। এজন্য পল বলেন: *তোমরা ভক্তজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত লোক। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরেই গাঁথা।* এঁরাই স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই নব যেরুসালেমের বারোটা তোরণদ্বার, কেননা এঁদেরই কাজের ফলে আমরা বিশ্বাসের দরজা দিয়ে পার হয়ে ভক্তজনদের সহনাগরিকদের সংখ্যায় পরিগণিত হয়েছি।

এ সমস্ত কথার পরে, প্রিয়জনেরা, এসো, সেই শিক্ষা স্মরণ করি যা ঈশ্বরের জনগণের এ মহানেতৃবৃন্দ আমাদের দান করেছেন। তাঁরা আমাদের যা যা আদেশ করলেন, এসো, তা পালন করতে তৎপর হই; এসো, তাঁদের আদর্শের দিকে তাকিয়ে পার্থিব ধন তুচ্ছ জ্ঞান করতে, এ বর্তমান যুগের আমোদ-প্রমোদ অবজ্ঞা করতে, স্বর্গরাজ্যেরই আকাঙ্ক্ষা করতে, খ্রীষ্টে ছাড়া অন্য কিছুতে প্রীত না হতে বরং সবকিছুতেই তাঁর আজ্ঞা মেনে নিতে শিখি।

আমাদের এ নেতৃবৃন্দ যাঁরা ঈশ্বরপ্রেমে ছিলেন সিদ্ধপুরুষ ও ভ্রাতৃপ্রেমে ছিলেন পরিপূর্ণ, সংসারের নিপীড়ন পরাভূত করলেন ও তার হিংস্রতা জয় করলেন, কারণ যাই কিছু ঘটত না কেন তাঁরা কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাই ভালবাসতেন। তাই এসো, আমরাও সবকিছুতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ভালবাসি; তাঁর নিজেরই খাতিরে আমাদের স্রষ্টাকে ভালবাসি ও স্রষ্টার খাতিরেই সমস্ত সৃষ্টিকে ভালবাসি; তবেই আমাদের ভালবাসা নিখুঁতরূপে সুবিন্যস্ত হবে, কেননা ঈশ্বর ভালবাসা, আর যে কেউ এ ভালবাসাকে ভালবাসে, সে ঈশ্বরকে ভালবাসে। আমরা এভাবে ভালবাসলে তবে ঈশ্বর নিজেও আমাদের ভালবাসেন, আর যাঁদের আমাদের বিচারক হওয়ার কথা, সেই প্রেরিতদূতেরাও আমাদের ভালবাসেন ও প্রার্থনা করেন যাতে খ্রীষ্টের সার্বজনীন বিচারে আমরা তাঁদের সঙ্গে অম্লান জয়মালা পেতে পারি। প্রসন্ন হয়ে আমাদের সেই বিচারকর্তা ও প্রভুই তা-ই মঞ্জুর করুন, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক ১ পিতর ১:৮-৯; যোহন ২০:২৯

℟ তোমরা তো খ্রীষ্টকে দেখনি, তা সত্ত্বেও তাঁকে ভালবাস, আর এখনও তাঁকে না দেখা সত্ত্বেও তাঁকে বিশ্বাস

করে অনির্বচনীয় ও গৌরবময় আনন্দে মেতে উঠছ,
ঊ কারণ ইতিমধ্যে তোমাদের সেই বিশ্বাসের লক্ষ্য, অর্থাৎ তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ, তোমরা জয় করে নিচ্ছ।
প্র না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী,
ঊ কারণ ইতিমধ্যে তোমাদের সেই বিশ্বাসের লক্ষ্য, অর্থাৎ তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ, তোমরা জয় করে নিচ্ছ।

৪ঠা জুলাই

পোর্তুগালের রানী সাধ্বী এলিজাবেথ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর খ্রীসোলগেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ **শান্তি বিষয়ক উপদেশ ৫৩**

শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী

সুসমাচার-রচয়িতা বলেন: *শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।* যে ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় শান্তির বন্ধনে অপরের সঙ্গে একাত্ম, তার জীবনে খ্রীষ্টীয় গুণাবলি সঙ্গতভাবেই প্রস্ফুটিত; আবার, শান্তি-স্থাপয়িতা বলে অভিহিত হওয়া ছাড়া ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত হওয়া পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়।

প্রিয়তমেরা, শান্তিই মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, সম্মানপূর্ণ নাম দান করে, ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ব্যক্তির পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটায়, তথা দাস থেকে তাকে সন্তানই করে, ক্রীতদাস থেকে তাকে স্বাধীন মানুষ করে। ভ্রাতৃসুলভ শান্তি হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, খ্রীষ্টের আনন্দ, সাধনার সিদ্ধি, ন্যায়ের নিয়ম, ধর্মশিক্ষার গুরু, আচরণের রক্ষক, ও সকল বিষয়ে প্রশংসনীয় চর্চা। শান্তি হল প্রার্থনার সমর্থন, যাচ্‌নার সহজ ও কার্যকর পথ, সকল বাসনার পূর্ণতা। শান্তি হল ভালবাসার জননী, একাত্মতার বন্ধন ও এমন শুদ্ধ হৃদয়েরই প্রকাশ্য লক্ষণ যা নিজের জন্য ঈশ্বরের কাছে যা ইচ্ছাই তা দাবি করতে পারে: যা কিছু ইচ্ছা করে তা চায়, যা কিছু চায় তা পায়। শান্তিকে ঐশরাজের আদেশ ক্রমেই রক্ষা করা উচিত, কেননা খ্রীষ্ট প্রভু বললেন: *তোমাদের কাছে শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি;* যার অর্থ দাঁড়ায়, তোমাদের কাছ থেকে শান্তিতেই বিদায় নিলাম, ফিরে এসে যেন শান্তিতেই তোমাদের পেতে পারি। বিদায়ের সময়ে তিনি তাদের তা-ই দান করলেন, যা ফিরে এসে সকলেরই মধ্যে পেতে চান।

গোড়া থেকে শান্তি রোপণ করা ঈশ্বরেরই কাজ; গোড়া থেকে তা উৎপাটন করা সেই শত্রুরই কাজ; কেননা ভ্রাতৃপ্রেম যেমন ঈশ্বর থেকে আগত, তেমনি ঘৃণা শয়তান থেকে আগত; এজন্যই যত ঘৃণা নিন্দনীয়, যেমনটি শাস্ত্র বলে, *ভাইকে যে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক।*

তাই হে প্রিয়তম ভাইবোনেরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কেনই বা শান্তিকে ভালবাসা উচিত ও একাত্মতাকে প্রেম করা উচিত; বাস্তবিকই এ দু'টোই তো ভালবাসাকে জন্ম দেয় ও পুষ্ট করে। তাছাড়া তোমরা তো জান যে, প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে *ভালবাসা ঈশ্বর থেকেই আগত;* অতএব যার ভালবাসা নেই, সে ঈশ্বরবিহীন।

তাই হে ভাইবোনেরা, এসো, আদেশগুলো মেনে চলি: আদেশগুলোই তো জীবনদায়ী; ভ্রাতৃত্ব যেন গভীর শান্তির আলিঙ্গনে যুক্ত থাকে ও সেই পারস্পরিক ভালবাসার পরিত্রাণদায়ী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে যা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়। সুতরাং সমস্ত বাসনা দিয়ে সেই ভালবাসা আঁকড়ে ধরা উচিত যার এক একটা শুভ দিকের জন্য এক একটা পুরস্কার রয়েছে। সকল সদ্‌গুণের মধ্যে শান্তিকেই রক্ষা করা উচিত, কারণ ঈশ্বর সর্বদাই শান্তিতে বিরাজ করেন।

শান্তি ভালবাস, তবে সবকিছু শান্তিময় হবে; আবার তোমাদের শান্তি আমাদের জন্য পুরস্কারই হবে, ও তোমাদের জন্য হবে আনন্দ; এবং শান্তির ঐক্যে স্থাপিত সেই ঈশ্বরের মণ্ডলীও খ্রীষ্টে পূর্ণ সুসংবদ্ধতা ভোগ করবে।

শ্লোক ইসা ৫৮:৭,৮ দ্রঃ

প্র ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও;
উ তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।
প্র উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দাও, মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না;
উ তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

৫ই জুলাই

সাধু আন্তনি-মেরী জাখারিয়া, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - সহভ্রাতাদের কাছে সাধু আন্তনি-মেরির উপদেশ **সঙ্ঘের ইতিহাস ১:৮**

প্রেরিতদূত পলের শিষ্য

আমরা খ্রীষ্টের কারণে মূর্খ—আমাদের ধন্য পথদিশারী ও পূণ্য রক্ষাকর্তা একথা নিজেরই বিষয়ে, প্রেরিতদূতদেরই বিষয়ে ও সেই সকলেরই বিষয়ে বলছিলেন যাঁরা প্রৈরিতিক বিশ্বাস স্বীকার করেন। কিন্তু, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়, ভয় করাও উচিত নয়, কারণ *শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, দাসও প্রভুর চেয়ে বড় নয়।* যারা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তারা নিজেদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ উত্তেজিত করায় নিজেদের ক্ষতি করতে করতে আমাদের মঙ্গলই করে, যেহেতু আমাদের শাশ্বত গৌরবের মালা অধিক উজ্জ্বল করে তোলে। অতএব, তাদের অবজ্ঞা ও ঘৃণা করার চেয়ে আমাদের উচিত তাদের জন্য দুঃখই করা ও তাদের প্রতি স্নেহ দেখানো। এমনকি, তাদের জন্য প্রার্থনাও করা উচিত; আবার, অনিষ্ট দ্বারা আমাদের পরাভূত হতে দিতে নেই, বরং মঙ্গল দ্বারা অনিষ্ট জয় করতে হবে ও তাদের মাথার উপরে—আমাদের প্রেরিতদূত যেমনটি চেতনা দেন—ভালবাসার জ্বলন্ত অঙ্গারের মত প্রেমপূর্ণ কর্মই যোগাতে হবে, যাতে তারা আমাদের ধৈর্য ও কোমলতা দেখে শ্রেয়তর জীবনাচরণে ফিরে আসে ও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এসো, আমাদের কথার প্রসঙ্গে ফিরে আসি; আমরা অযোগ্য হলেও ঈশ্বর আপন করুণায় সংসার থেকে আমাদের তুলে নিয়েছেন যাতে সদ্‌গুণের উত্তরোত্তর অগ্রগতিতে তাঁর সেবা করে ধৈর্যের মধ্য দিয়ে ভালবাসার মহাফল ফলাতে পারি, ও ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবের প্রত্যাশায় শুধু নয়, ক্লেশেও যেন গর্ববোধ করি।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, *তোমাদের আহ্বান বিবেচনা কর।* তা উত্তমরূপে বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা সহজেই সেই দাবি দেখতে পাব যা আহ্বান আমাদের কাছে রাখে, আর আমরা যখন—যদিও দূর থেকেই—পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের ও খ্রীষ্টের অন্যান্য শিষ্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করেছি, তখন তাঁদের দুঃখকষ্টের অংশীদার হতে অস্বীকার করা আমাদের উচিত নয়। *এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই দৌড় দৌড়োই। এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যীশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি।*

অতএব, আমরা যারা পিতা ও দিশারী রূপে তেমন মহান প্রেরিতদূতকে মনোনীত করেছি ও তাঁর অনুসরণ করব বলে কথা দিয়েছি, এসো, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়িত করতে প্রয়াসী হই। কেননা এমনটি উচিত হবে না যে, তেমন সেনাপতির অধীনে ভীরু বা পলাতক সৈন্য থাকবে; এও উচিত হবে না যে, তেমন মহান পিতার সন্তানেরা অযোগ্য হবে।

শ্লোক শিষ্য ২০:২৪,২১; রো ১:১৬ দ্রঃ

প্র ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবা-দায়িত্ব প্রভু যীশু থেকে পেয়েছি, তার তুলনায় আমার নিজের প্রাণেরও কোন মূল্য নেই।
উ আমাদের প্রভু যীশুতে বিশ্বাস প্রচার করায় আমি কোন ভয় করি না।
প্র সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না, কারণ যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম।
উ আমাদের প্রভু যীশুতে বিশ্বাস প্রচার করায় আমি কোন ভয় করি না।

৬ই জুলাই

সাধ্বী মারীয়া গরেত্তি, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - মারীয়া গরেত্তিকে সাধ্বী ঘোষণা কালে পোপ দ্বাদশ পিউসের উপদেশ

আমি কোন অমঙ্গল ভয় করি না, তুমিই যে আমার সঙ্গে আছ!

সকলেই এবিষয় অবগত আছেন যে, এ নিরুপায় কুমারীকে তীব্রতম এক সংগ্রাম বহন করতে হয়েছে: তাঁর বিরুদ্ধে হঠাৎ এমন কলুষপূর্ণ ও অন্ধ ঝড় ভেঙে পড়ল যা তাঁর স্বর্গদূতসুলভ নির্মলতা কলঙ্কিত ও লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করল। তেমন সংগ্রামে প্রবৃত্তা হয়ে তিনি ঐশ মুক্তিসাধকের কাছে 'খ্রীষ্টানুকরণ' নামক সেই স্বর্ণপুস্তকের একথা আবৃত্তি করতে পারতেন: 'যদিও বহু ক্লেশ দ্বারা পরীক্ষিত ও উৎপীড়িত হই আমি কিন্তু ভয় করব না—যেপর্যন্ত তোমার অনুগ্রহ আমার সহায় থাকে। সেই অনুগ্রহই আমার বল; সেই অনুগ্রহই আমাকে সুমন্ত্রণা ও সহায়তা দান করে; হ্যাঁ, সেই অনুগ্রহ সকল শত্রুর চেয়ে শক্তিশালী।' এভাবে, যে ঐশঅনুগ্রহ তাঁকে সুস্থির করত তার প্রতি উদারমনা হয়ে সাড়া দিয়ে তিনি প্রাণ দিলেন, কিন্তু কুমারীত্বের গৌরব হারালেন না! যাঁর কথা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে অঙ্কিত করেছি, সেই নম্র কিশরীর জীবনে আমরা এমন দৃশ্য পাই যা কেবল স্বর্গেরই যোগ্য নয়, আমাদের এ যুগেও বিবেচনা ও প্রশংসার যোগ্য। মাতাপিতারা যেন শিখতে পারেন, তাঁদের হাতে ঈশ্বর যে সন্তান ন্যস্ত করেছেন, ন্যায় পথে ও কেমন পবিত্রতা ও দৃঢ়তার পথেও তাদের মানুষ করা উচিত ও কাথলিক ধর্মের নির্দেশমালার প্রতি কেমন অনুরূপ করে তোলা উচিত, যাতে তাদের পবিত্রতা বিপদাপন্ন হলে তারা অনুগ্রহের সহায়তায় বিজয়ী, অক্ষুণ্ণ ও অকলুষিত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সেই নিশ্চিন্ত বাল্যকাল ও সেই সৎসাহসী যৌবনকালও যেন কেবল অস্থায়ী ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও রিপুর আকর্ষণীয় প্রলোভনের দিকেই শোচনীয়ভাবে ধাবিত না হতে শিখতে পারে, বরং অসুবিধার মধ্যেও যেন সেই খ্রীষ্টীয় পরিপক্বতার আকাঙ্ক্ষা করতে শেখে যা আমরা সকলেই দিব্য অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল সুদৃঢ় ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও প্রার্থনা দ্বারা লাভ করতে পারি।

আমরা সকলেই যে সাক্ষ্যমরণ বহন করতে আহূত এমন নয়, তবু খ্রীষ্টীয় পবিত্রতায় পৌঁছতে সকলেই আহূত। তেমন পবিত্রতা শক্তি চায়, কারণ তা যদিও এ কিশরীর বীর্যের মাত্রায় না পৌঁছে তবু দিবারাত্র মনোযোগ দাবি করে, এবং এমন তৎপরতাও দাবি করে যা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও শিথিল হবার নয়। এজন্য এ পবিত্রতাকে কেমন যেন ধীর ও অবিরত সাক্ষ্যমরণই বলে অভিহিত করা যেতে পারে, যার সিদ্ধি ঘটাতে যীশুখ্রীষ্টের দিব্য বাণীই আমাদের চেতনা দেয়: *স্বর্গরাজ্য প্রবল চেষ্টার অধীন, আর যারা প্রবল চেষ্টা করছে তারাই তা দখল করে।*

সুতরাং এসো, স্বর্গীয় অনুগ্রহ দ্বারা সুস্থির হয়ে সকলেই এদিকে ধাবিত থাকি: এ উদ্দেশ্যেই সাধ্বী কুমারী ও সাক্ষ্যমর মারীয়া গরেত্তি আমন্ত্রণ করুন। তিনি যেখানে সনাতন

সুখের অধিকারী, সেই স্বর্গ থেকে নিজ প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের হয়ে ঐশমুক্তিসাধকের কাছে এ বর লাভ করুন, আমরা সকলে যেন আমাদের জীবনাশ্রম অনুযায়ী দৃঢ় ইচ্ছা ও বিশ্বস্ত আচরণে তাঁর উজ্জ্বল আদর্শ অনুসরণ করি।

শ্লোক

প্র হে খ্রীষ্টের কুমারী, আমরা তোমার শোভা চেয়ে দেখি:
উ তুমি প্রভুর কাছ থেকে উজ্জ্বল মালা গ্রহণ করেছ।
প্র কুমারীত্বের মর্যাদা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না, ঈশ্বরপুত্রের ভালবাসা থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না।
উ তুমি প্রভুর কাছ থেকে উজ্জ্বল মালা গ্রহণ করেছ।

১১ই জুলাই

আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ

মহাপর্ব

(বিজোড় বর্ষ) প্রথম পাঠ - সিরা ৪৫:১-৫

তিনি ছিলেন ঈশ্বর ও মানুষের ভালবাসার পাত্র

ঈশ্বর তাঁর বংশ থেকে এমন দয়াবান মানুষের উদ্ভব ঘটালেন,
যিনি সবার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হলেন:
হ্যাঁ, তিনি হলেন ঈশ্বরের ও মানুষের ভালবাসার পাত্র,
সেই মোশী, যাঁর স্মৃতি আশীর্বাদ!
গৌরবদানে তাঁকে তিনি পবিত্রজনদের সমান করলেন,
তাঁকে শক্তিমান করলেন—তাতে তাঁর শত্রুরা ভয়ে অভিভূত হল।
তাঁর কথার খাতিরে তিনি সেই নানা চিহ্নকর্ম বন্ধ করে দিলেন,
ও রাজাদের সামনে তাঁকে গৌরবান্বিত করলেন;
আপন জনগণের জন্য তাঁকে সেই আজ্ঞাগুলি দিলেন,
ও তাঁর আপন গৌরবের একটা অংশ তাঁকে দেখালেন।
তাঁর বিশ্বস্ততা ও কোমলতার জন্য তাঁকে পবিত্রিত করলেন,
সকল জীবিতের মধ্য থেকে তাঁকেই বেছে নিলেন।
তাঁকে তাঁর আপন কণ্ঠস্বর শোনালেন,
ও সেই অন্ধকারময় মেঘে তাঁকে প্রবেশ করালেন,
মুখোমুখি হয়েই তাঁর হাতে আজ্ঞাগুলি তুলে দিলেন,
এমন আজ্ঞা, যা জীবন ও সুবুদ্ধির বিধান;
তিনি যেন যাকোবের কাছে তাঁর সন্ধি,
ইস্রায়েলের কাছে তাঁর বিধিনিয়ম ব্যাখ্যা করেন।

শ্লোক সিরা ৩:১-৩; সাম ৩৪:১২ দ্রঃ

প্র প্রজ্ঞার সন্তানেরাই ন্যায়মণ্ডলী, তাদের বংশই বাধ্যতা ও ভালবাসা।
উ সন্তানেরা, আমাকে শোন, আমি তো তোমাদের পিতা; এমনভাবেই ব্যবহার কর যেন পরিত্রাণ পেতে পার।
ঈশ্বরের ইচ্ছাই, পিতা সন্তানদের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।
প্র এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন; তোমাদের শেখাব প্রভুভয়।
উ সন্তানেরা, আমাকে শোন, আমি তো তোমাদের পিতা; এমনভাবেই ব্যবহার কর যেন পরিত্রাণ পেতে পার।
ঈশ্বরের ইচ্ছাই, পিতা সন্তানদের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।

বিকল্প **(জোড় বর্ষ)**

প্রথম পাঠ - এফে ৪:১-২৪

খ্রীষ্টের দেহ গেঁথে তোলার জন্য
প্রত্যেককে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রীষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে।

এজন্য লেখা আছে:

তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,
মানুষের হাতে দিলেন যত দান।

কিন্তু, তিনি 'আরোহণ করলেন', এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই 'দেওয়াটা' অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রীষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরপুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রীষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

সুতরাং আমি বলছি, প্রভুতেই জোর দিয়ে বলছি: তোমরা বিধর্মীদের মত আর চলো না: তারা তো শুধু নিজ নিজ অসার ধ্যানধারণায় চালিত, তাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের অন্তরের অজ্ঞতার দরুন ও তাদের হৃদয়ের কঠিনতার দরুন তারা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তারা নিতান্ত লোলুপতার সঙ্গে সব ধরনের অশুচি কাজ করার জন্য অতৃপ্তিকর লোভের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে তেমন শিক্ষা পাওনি—অবশ্য যদি তাঁর কথা সত্যি শুনে থাক, ও তাঁর মধ্যে দীক্ষিত হয়ে থাক সেই সত্য অনুসারে যা যীশুতে নিহিত। সেই শিক্ষা অনুসারে, আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

শ্লোক মথি ১৯:২৯,২৭

প্ল যে কেউ আমার নামের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি পিতা, কি মাতা, কি ছেলে, কি জমিজমা ত্যাগ করেছে,
উ সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে।
প্ল আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি; তবে আমরা কী পাব?
উ সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম **প্রস্তাবনা ৪-২২, ৭২শ অধ্যায়**

খ্রীষ্টের আগে তাঁরা আদৌ কিছুই স্থান দেবেন না

সর্বপ্রথমে, যে কোন সৎকাজ শুরু করার সময়ে তুমি সনির্বন্ধ প্রার্থনায় তাঁর কাছে মিনতি জানিও তিনিই যেন সেই কাজ সম্পন্ন করেন, আপন প্রসন্নতায় যিনি আমাদের তাঁর আপন সন্তানই বলে গণ্য করেছেন, আমাদের দুষ্কর্মের দরুন তাঁকে যেন দুঃখ না পেতে হয়। আসলে আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত তাঁর শুভদানগুলির প্রতিদানে, তাঁর কথা সবসময় এমনভাবে পালন করতে হবে, তিনি যেন ক্রুদ্ধ পিতার মত আপন সন্তানদের কখনও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য না হন। আর শুধু তা নয়: আমাদের যত অন্যায়ের জন্য ক্রোধান্বিত ও ভয়ঙ্কর প্রভুর মত, যারা গৌরবের দিকে তাঁকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছে, তিনি যেন সেই দুষ্ট দাসদের অনন্ত শাস্তির দিকেও না নিয়ে যান।

সুতরাং এসো, এবার উঠি, কারণ শাস্ত্র আমাদের জাগিয়ে দিচ্ছে: *এখন আমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই*

লগ্ন। দিব্য আলোর দিকে চোখ খুলে, এসো, কান পেতে শুনি সেই ঐশকণ্ঠস্বর যা প্রতিদিন চিৎকার ক'রে আমাদের সতর্ক করে বলে, *তোমরা আজ যদি তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তাহলে হৃদয় কঠিন করো না।* আবার, *যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।* আর তিনি কী বলছেন? *এসো সন্তানেরা, আমার কথা শোন; তোমাদের শেখাব প্রভুভয়। যতক্ষণ জীবনের আলো তোমাদের থাকে, ততক্ষণ দৌড়তে থাক, যেন মৃত্যুর অন্ধকার তোমাদের না ধরে ফেলে।*

সুবিপুল জনতার মধ্যে আপন মজুরকে খুঁজতে গিয়ে প্রভু তাকে ডেকে আজও একথা বলেন, *কে সেই মানুষ যে জীবন চায় ও সুখের দিন দেখতে আকাঙ্ক্ষা করে?* একথা শুনে তুমি যদি উত্তরে বল 'আমি,' তাহলে ঈশ্বর তোমাকে বলবেন, তুমি যদি সত্যকার ও অনন্ত জীবন পেতে চাও, তাহলে *পাপ থেকে তোমার জিহ্বা মুক্ত রাখ এবং তোমার ওষ্ঠ যেন না বলে ছলনার কথা; পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর, শান্তির অন্বেষণ ক'রে কর অনুসরণ।* তোমরা এসব-কিছু করলে *আমার চোখ তোমাদের উপরে থাকবে এবং আমার কান তোমাদের যাচ্‌নার দিকে পেতে থাকবে; আর তোমরা আমাকে ডাকবার আগেই আমি তোমাদের বলব, এই যে আছি।* প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, প্রভুই তো আমাদের ডাকছেন। তাঁর এ কণ্ঠস্বরের চেয়ে আমাদের কাছে মধুর আর কীবা থাকতে পারে? দেখ, তাঁর কৃপায় প্রভু জীবনেরই পথ আমাদের দেখাচ্ছেন। তবে এসো, বিশ্বাসে ও সৎকর্ম পালনে কোমর বেঁধে, সুসমাচারের পরিচালনায় তাঁর পথ চলতে থাকি, তাঁর আপন রাজ্যে যিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁকেই আমরা যেন দেখবার যোগ্য হয়ে উঠি।

আমরা যদি তাঁর রাজ্যের তাঁবুতে বসবাস করতে ইচ্ছা করি, সৎকাজের মাধ্যমেই সেই দিকে ছুটে না গেলে, তবে সেখানে মোটেই পৌঁছতে পারব না।

ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নরকে নিয়ে যায়, এমন তিক্ততারই একটা কটু আগ্রহ যেমন আছে, তেমনি এমন একটা সদাগ্রহ রয়েছে যা ঈশ্বরের ও অনন্ত জীবনেরই দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং ঠিক এ আগ্রহকেই উদ্দীপিত প্রেমের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের সাধনা করতে হবে, অর্থাৎ *তাঁরা একে অন্যের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য তৎপর হবেন,* তাঁদের পারস্পরিক শরীরের বা আচরণের দুর্বলতা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবেন, একে অন্যের প্রতি বাধ্যতা দেখাবার জন্য প্রতিযোগিতাই করবেন; নিজের জন্য যা উপকারী মনে করেন, কেউই তা অনুধাবন করবেন না, বরং তাই অনুধাবন করবেন যা অপরের জন্যই শ্রেয়। তাঁরা পবিত্র ভ্রাতৃপ্রেম সাধনা করবেন; প্রেমের সঙ্গেই ঈশ্বরকে ভয় করবেন; অকপট ও বিনীত প্রেমেই নিজেদের আব্বাকে ভালবাসবেন; খ্রীষ্টের আগে তাঁরা আদৌ কিছুই স্থান দেবেন না, তাহলেই তিনি আমাদের সকলকেই অনন্ত জীবনে নিয়ে যাবেন।

শ্লোক মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সংলাপ' ২য় পুস্তক ৩৫

প্র মধ্যরাত্রিতে প্রভুভক্ত জাগরণ পালনে প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময়ে
উ তিনি যেন সূর্যের একটিমাত্র কিরণের আলোতেই সমগ্র জগৎকে দেখতে পেলেন।
প্র স্রষ্টাকে যিনি দেখেছেন, জগৎ তাঁর কাছে মূল্যহীন,
উ তিনি যেন সূর্যের একটিমাত্র কিরণের আলোতেই সমগ্র জগৎকে দেখতে পেলেন।

***বিকল্প* (খ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৪**

প্রভুই তাঁকে পুণ্যবান করলেন

তাঁর বিশ্বাস ও কোমলতার মধ্য দিয়ে প্রভু তাঁকে পুণ্যবান করলেন। এ বাণী মোশীকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছিল, তবু আমার মতে আজ ধন্য বেনেডিক্টের বেলায়ও তা সঙ্গতভাবে আরোপ করা যেতে পারে, কেননা তিনি সকল পুণ্যজনদের আত্মিক প্রেরণায় পরিপূর্ণ হওয়ায় আমরা যুক্তির সঙ্গে ধরে নিতে পারি যে তিনি মোশীর আত্মিক প্রেরণারও যথেষ্ট অধিকারী ছিলেন। যখন প্রভু মোশীর আত্মিক প্রেরণার একটি অংশ নিয়ে তা সেই সমস্ত প্রবীণবর্গের উপরে বর্ষণ করলেন যাঁরা তাঁর সহকারী ছিলেন ও তাঁর সেবাকর্মের সহভাগী হতে মনোনীত হয়েছিলেন, তখন তিনি সেই প্রেরণার আরও কত মহত্তর অংশ সেই ব্যক্তির উপরেই না বর্ষণ করলেন যিনি

অতুল্য সততা ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গেই সকল সেবাকর্ম সেগুলোর স্বীয় স্বীয় পূর্ণতায় বহন করলেন? মোশী তাদেরই চালিত করেছিলেন যারা মিশর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল; বেনেডিক্ট তাদেরই দিশারী ছিলেন যারা সংসার ত্যাগ করেছিলেন। মোশী বিধানকর্তা ছিলেন; বেনেডিক্টও তাই। মোশী কেবল সেই অক্ষরেরই সেবক ছিলেন যা হত্যা করে; বেনেডিক্ট সেই আত্মারই সেবক ছিলেন যিনি জীবনদান করেন। মোশী অনেক কিছু লিখলেন যা বোঝা কঠিন, আজ পালনযোগ্য নয়, বা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়; বেনেডিক্ট এমন বিবেচনাপূর্ণ নিয়মের প্রণেতা যা স্পষ্টই লেখা ও তার সদ্বিবেচনার জন্য উৎকৃষ্ট। পরিশেষে, ইস্রায়েল সন্তানদের সেই দিশারী যাদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন তাদের প্রতিশ্রুত দেশে চালিত করতে পারেননি; আমাদের এ দিশারী সন্ন্যাসী-বাহিনীর জয়ধ্বজার বাহকরূপে এমন সোজা পথে আমাদের আগে আগে গেলেন, যে পথ পুবমুখী হয়ে স্বর্গরাজ্যেই প্রবেশ করে। সুতরাং, সেবাকর্ম ক্ষেত্রে যাঁকে অতিক্রম করলেন, পুণ্যের ক্ষেত্রে তিনি যে তাঁর সমকক্ষ হলেন, একথা সমর্থন করা যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা নয়। এবং শাস্ত্র মোশীর বেলায় যা বলে তথা, *তাঁর বিশ্বাস ও কোমলতার মধ্য দিয়ে প্রভু তাঁকে পুণ্যবান করলেন*, এ বাণী তাঁর বেলায় আরোপ করাও যুক্তি-বিরুদ্ধ নয়; বিশেষভাবে এ কারণেই যে, যিনি যা শিক্ষা দিলেন তা নিজ জীবনেই দেখালেন, সেই বেনেডিক্ট আমাদের কাছে উল্লিখিত সেই বিশেষ গুণ দু'টো প্রসঙ্গেই শিক্ষা দেন।

ভ্রাতৃগণ, আমাদের কোমল ও শান্তি-স্থাপয়িতা গুরুর আদেশই তো আমরা যেন পরস্পরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি। তবু একথার আগে তিনি বলেন, 'তোমাদের অন্তরে যেন লবণ থাকে!' তিনি তো ভাল করেই জানেন যে, শান্তিপূর্ণ কোমলতা রিপুকেই পোষণ করে যদি না সদাগ্রহের কঠোরতা রিপুকে আগে লবণের তীব্র স্বাদের সঙ্গে মিশিয়ে না দেয়, ঠিক যেমন গরম আবহাওয়া মাংসকে বিকৃত করে যদি লবণের উত্তাপ মাংসকে আগে না শুকিয়ে থাকে। অতএব, 'পরস্পরের মধ্যে শান্তি ভোগ কর,' কিন্তু সেই শান্তি যেন এমনটি হয় যা প্রজ্ঞার লবণে পরিপক্বতা অর্জন করেছে; কোমলতা লাভ করতে সচেষ্ট থাক, কিন্তু এমন কোমলতা যা বিশ্বাসের উত্তাপেই পরিপূর্ণ।

শ্লোক মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সংলাপ' **২য় পুস্তক ৩৫**

প্র গভীর রাতে প্রভুভক্ত জাগরণ পালনে প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময়ে
উ সমগ্র জগৎ যেন সূর্যের একটিমাত্র রশ্মিতেই একীভূত হয়ে তাঁর চোখের সামনে উপনীত হল।
প্র সৃষ্টিকর্তাকে যে দেখতে পায়, তার কাছে গোটা সৃষ্টি ছোট বলে প্রতীয়মান হবে।
উ সমগ্র জগৎ যেন সূর্যের একটিমাত্র রশ্মিতেই একীভূত হয়ে তাঁর চোখের সামনে উপনীত হল।

***বিকল্প* (গ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - সন্ন্যাসী ডেনিসের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১**

প্রার্থনায় পরিতৃপ্তি

যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য। এ বাণী প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টকেই লক্ষ করে লেখা হয়েছিল, তবু আমাদের পরমধন্য পিতা বেনেডিক্টের বেলায়ও যথার্থ ভাবে প্রযোজ্য, কারণ তিনি এমন বহু অনুগ্রহ লাভে ধন্য ছিলেন, অর্থাৎ পবিত্র আত্মার এমন বহু অনুগ্রহদানে অলঙ্কৃত ও পরিপূর্ণ ছিলেন যে, তিনি ছিলেন ও এখনও আছেন সন্ন্যাসীদের পিতা ও অনেকের গুরু ও বিধানকর্তা। তিনি ছিলেন প্রান্তরবাসী ও বিজনাশ্রমী; রুটি ছাড়া অন্য কিছু নেই প্রান্তরে এমন জীবন যাপনে তিনি প্রীত ছিলেন; তিনি কথায় ও কাজে পরাক্রমী ছিলেন, যথেষ্ট মহা মহা কাজও সাধন করলেন, এমনকি সেই মহত্তম কাজগুলোও সাধন করলেন, যা তখনই মাত্র সাধ্য যখন সর্বশক্তিমানের প্রভাব উপস্থিত। তিনি মানুষের হৃদয়ের কথা বুঝতে পারতেন, নবী-প্রেরণার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, ও এজগতে অধিক ফলপ্রসূ জীবন যাপন করলেন। সন্ন্যাসীদের পক্ষে তাঁর সমস্ত জীবন চেতনাদায়ী, আর তাঁর কয়েকটা কর্ম বিশেষভাবেই আদর্শমণ্ডিত।

আমরা এ কাহিনী পড়েছি যে, সাধু বেনেডিক্ট একদিন দেখতে পান, সকলে প্রার্থনা করতে করতে এক সন্ন্যাসী প্রার্থনায় থাকতে না পেরে প্রার্থনা-গৃহ ছেড়ে গেলে কালো একটি ছোট্ট ছেলের আকারে শয়তান নিজেই

তাঁর চাদরের অঞ্চল ধরে তাঁকে বাইরে টেনে নিচ্ছে। এতে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় এরূপ: নিষ্প্রয়োজনে ঐশসেবা ত্যাগ করলে আমরা শয়তানের কাজ করি। তাই এসো, এ দোষ সম্বন্ধে সতর্ক থাকি ও সমস্ত কু-অভ্যাস এড়িয়ে প্রার্থনা-গৃহে নিষ্ঠাবান ও মনোযোগী থাকি। এ খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার, এমনকি আমার চোখের জলের কারণ যে, এমন কেউ রয়েছে যারা প্রাহরিক উপাসনায় খুব শীঘ্রই ক্লান্তি অনুভব করে ও তা বিতৃষ্ণার বস্তু জ্ঞান করে, অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লান্তভাবেই বাহ্যিক আলাপে সময় কাটাতে পারে। তাদের ভাবা উচিত, ঐশপ্রেমের চেয়ে তারা হয় তো মানবীয় ভালবাসা ও সাংসারিক আসক্তি দ্বারাই বেশি আকর্ষিত কিনা; কেননা লোকে যা অধিক ভালবাসে সে বিষয়েই অধিক স্বচ্ছন্দে কথা বলে ও সেই বিষয়েই অধিক আনন্দের সঙ্গে অক্লান্তভাবে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং আমাদের শেখা উচিত অসার সমস্ত কিছু অবজ্ঞা করা, আধ্যাত্মিক বিষয়েই প্রীত হওয়া, বিনা ক্লান্তিতে প্রার্থনায় ও সামসঙ্গীত ও স্তোত্র গানে নিষ্ঠাবান থাকা, ও তেমন পবিত্র কর্মেই আনন্দ ভোগ করা।

যারা সামসঙ্গীত ভক্তিভরে আবৃত্তি বা গান করে, তারা সাধারণত একপ্রকার মধুর আরাম অনুভব করে, ও ঈশ্বরজ্ঞান ও বাণী উপলব্ধির ফলে আত্মিক আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। এজন্য সামসঙ্গীত-রচয়িতা বললেন: *আনন্দপ্লুত ওষ্ঠে আমার মুখ করে তোমার প্রশংসাগান।* যারা এভাবে সামসঙ্গীত আবৃত্তি বা গান করে, ঠিক তাদেরই মত যারা সারাদিন বসে আঙুররস পান করতে করতে গল্প করে, তারাও প্রায়ই ক্লান্তিতে আক্রান্ত হয় না, কারণ যে আনন্দ তারা অনুভব করে তা কর্মীকে ব্যস্ত রাখে, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাণ বলবান করে তোলে। সামসঙ্গীতের এক একটা পদ এমন মশালের মত, যা পবিত্র আত্মার আগুনেই জ্বলন্ত; উপরন্তু এক একটা পদ স্বর্গীয় তাৎপর্যেই পরিপূর্ণ। সুতরাং তেমন মনোযোগী প্রার্থনাই আমাদের অবিরত উদ্দীপ্ত ও আনন্দিত করুক, নতুন নতুন উপলব্ধি ও উদ্দীপনায় আমাদের তেজময়ী করুক, যাতে পদে পদে আমাদের হৃদয় থেকে এমন আন্তর আগুনের উত্তাপ বের হয় যা স্বর্গে ঈশ্বরের চরণে আরোহণ করে ও আমাদের প্রার্থনাকে তাঁর সম্মুখে যেন ধূপেরই মত উপনীত করে। যেরেমিয়া যেমনটি বলেছিলেন: *আমার হৃদয়ে প্রভুর বাণী কেমন যেন সর্বগ্রাসী আগুন হয়ে উঠেছে।*

শ্লোক মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সংলাপ' ২য় পুস্তক ৩৫

℣ গভীর রাতে প্রভুভক্ত জাগরণ পালনে প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময়ে
℟ সমগ্র জগৎ যেন সূর্যের একটিমাত্র রশ্মিতেই একীভূত হয়ে তাঁর চোখের সামনে উপনীত হল।
℣ সৃষ্টিকর্তাকে যে দেখতে পায়, তার কাছে গোটা সৃষ্টি ছোট বলে প্রতীয়মান হবে।
℟ সমগ্র জগৎ যেন সূর্যের একটিমাত্র রশ্মিতেই একীভূত হয়ে তাঁর চোখের সামনে উপনীত হল।

১২ই জুলাই

সাধু যোহন গুয়ালবের্ট, মঠাধ্যক্ষ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন গুয়ালবের্ট-লিখিত 'ভালবাসা বিষয়ক পত্রাবলি'

শুভকর্মের ডাল বহু,
কিন্তু মূল একটামাত্র: ভালবাসা

আমি আব্বা যোহন, ভ্রাতৃপ্রেমে আমার সঙ্গে মিলিত সকল সহভ্রাতার কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করছি। বহুদিন ধরে অত্যন্ত রোগপীড়িত হওয়ায় আমি দিনে দিনে সেই প্রত্যাশায় আছি যখন ঈশ্বর আমার আত্মা গ্রহণ করবেন, ও আমার দেহের মাটি সেই ধুলায় ফিরে যাবে যা থেকে নেওয়া হয়েছিল। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ বয়সই তো তেমন গুরুতর অসুস্থতার ভার ছাড়াও আমাকে দিনে দিনে এই প্রত্যাশায় জীবনযাপন করতে স্মরণ করায়। সত্যি কথা বলতে গিয়ে আমি ভাবছিলাম, এ জীবনের কাছ থেকে নীরবে, কেমন যেন গোপনেই বিদায় নেব; কিন্তু সেই নাম ও সেই পদের কথা চিন্তা করে যা অযোগ্য হয়েও আমাকে এ অস্থায়ী জীবন কালে বহন করতে হয়েছে, আমি তোমাদের কাছে ভালবাসার বন্ধন সম্বন্ধে কিছু বাণী দেওয়া উপযোগী বলে বিবেচনা করেছি—বিষয়টা যে কেবল আমাদেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার বা যে নতুন

বিষয় তা নয়; আমার উদ্দেশ্যই বরং সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত ভাবেই সেই সমস্ত কথা পুনরাবৃত্তি করা যা তোমরা প্রতিদিন শুনে থাক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভালবাসা হল সেই গুণ যার আকর্ষণে নিখিল বস্তুর স্রষ্টা সৃষ্টজীব হতে ইচ্ছা করলেন। এ সেই গুণ যা তিনি সমস্ত আজ্ঞাগুলোর সার বলে প্রেরিতদূতদের কাছে ব্যাখ্যা করে বললেন: এটি আমার আজ্ঞা: *তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে।*

প্রেরিতদূত যাকোব ভালবাসা বিষয়ে একথা বলেন: *যে কেউ সমস্ত বিধান পালন করে, কিন্তু কেবল একটা বিষয়েও হোঁচট খায়, সে সমস্তই বিধান লঙ্ঘন করার দায়ে দায়ী হয়।* আর প্রেরিতদূত পিতর একই বিষয়ে বলেন, *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়।*

এ সমস্ত বাণী থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমাদের ভালবাসা থাকলে আমরা সমস্ত পাপ ঢাকতে পারি; অপরদিকে যারা মনে করে, তাদের বাকি সব গুণ আছে, এটা না থাকলে তাদের পক্ষে সবই বৃথা। যে কেউ গর্বিত ও অবাধ্য, সে আমার একথা শুনে মনে করে, দেহগত দিক দিয়ে সে ভাইদের সঙ্গে থাকে বিধায় তার নিশ্চয়ই ভালবাসা আছে। কিন্তু দেখ, ধন্য গ্রেগরি এ মিথ্যা ধারণা থেকে তাকে জাগিয়ে তোলেন, ও ভালবাসার লক্ষ্য ন্যায়সঙ্গতভাবেই নির্দেশ করে বলেন, 'নিজের জন্য বাকি কিছুই যে রাখে না, সে-ই ঈশ্বরকে নিখুঁতভাবে ভালবাসে।'

কিন্তু, একথা জেনে যে, সকল আদেশ এ মূল থেকে উদ্গত, আমি ভালবাসা সম্বন্ধে বিশেষ কথা কেমন করে বলব জানি না; কেননা শুভকর্মের ডাল বহু বটে, কিন্তু মূল একটামাত্র: তা হল ভালবাসা। দুর্জনেরা ভালবাসার উত্তাপে বেশিক্ষণ নিষ্ঠাবান হতে পারে না, যেমনটি আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু আমাদের বলেন: *অনেকের ভালবাসা শীতল হয়ে যাবে।* যারা ভালবাসায় শীতল হয়েছে ও ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তাদের উপর প্রেরিতদূত যোহন বিলাপ করে বলেন: *তারা আমাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে গেছে, তারা কিন্তু আমাদেরই ছিল না; কারণ তারা যদি আমাদেরই হত, তাহলে আমাদের সঙ্গে থাকত।*

ব্যাপারটা এপ্রকার হলে, এমনকি ব্যাপারটা বাস্তবেই এপ্রকার হলে প্রতিটি ভক্তজনের সবসময় ভাবা উচিত তেমন মহা মঙ্গলে সে কেমন করে সংযুক্ত থাকবে, এবং তৎপর হয়ে তার চেষ্টা করা উচিত যাতে প্রভুর পথে তার সঙ্গীদেরও সেই দিকে আকর্ষণ করে। কেননা দুর্জনেরা যেমন ভালবাসা ত্যাগ করে খ্রীষ্টদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তেমনি মনোনীতরা ভালবাসাকে সততার সঙ্গেই আলিঙ্গন করে সেই একই খ্রীষ্টদেহের সঙ্গে মিলিত হয়।

উপরন্তু, এ গুণ অবিচ্ছেদ্যভাবে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, একটিমাত্র ব্যক্তির শাসনের অধীনে একত্রে সম্মিলিত ভাইদের একাত্মতা অত্যন্ত উপযোগী; কেননা নদী বহু খালে বিভক্ত হলে যেমন নিজেই শুষ্ক হয়, তেমনি ভ্রাতৃ ঐক্য এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে কমই উপযোগী।

এজন্য, এ ভালবাসা যেন তোমাদের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে অবিচ্ছেদ্য থাকে, আমি ইচ্ছা করি, আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের যত্ন ও পরিচালনার ভার ফাদার রোদুলফের হাতে ন্যস্ত থাকবে, কমপক্ষে সেই একই অনুপাতে যে অনুপাতে আমার জীবনকালে আমার উপর নির্ভর করত। বিদায়।

শ্লোক ১ তি ১:৫; ফিলি ১:৯; এফে ৪:১৫ দ্রঃ

প্রঃ আদেশের শেষ লক্ষ্য হল ভালবাসা, যে ভালবাসা শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন;
উঃ তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে।
প্রঃ ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রীষ্ট;
উঃ তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে।

১৩ই জুলাই

সাধু হেনরী

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হেনরীর 'প্রাচীন জীবনচরিত'

তিনি মণ্ডলীর শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে যত্নবান ছিলেন

ঈশ্বরের এ পুণ্যবান দাস রাজকীয় অভিষেক গ্রহণ করে পার্থিব এক রাজ্যের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে সন্তুষ্ট হলেন না, কিন্তু অমর জীবনের মালা অর্জন করার জন্য সৈন্যরূপে সর্বোচ্চ রাজার সেবা করার সঙ্কল্প নিলেন; কেননা তাঁর সেবা করাই প্রকৃত রাজত্ব করা! এজন্য তিনি মহত্তম তৎপরতার সঙ্গেই ধর্মের প্রতি আসক্তি বিস্তার করলেন ও নানা গির্জার জন্য সম্পদ ও মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবস্থা করলেন। নিজ রাজপ্রাসাদে, প্রেরিতদূতদের প্রধান পিতর ও পলের নামে ও গৌরবময় সাক্ষ্যমর জর্জের নামেও বার্বেঙ্গা ধর্মপ্রদেশের আসন স্থাপন করলেন। ধর্মপ্রদেশকে বিশেষ বিশেষ অধিকার সহ রোমের পুণ্যময়ী মণ্ডলীর কাছে উপহার দিলেন, যাতে প্রথম আসনের কাছে সেই সম্মান দেখাতে পারেন যা ঐশঅধিকার সূত্রেই তার প্রাপ্য। তেমন উচ্চ প্রতিপালন দ্বারা তিনি নিজ প্রতিষ্ঠাকে মজবুত ভিত্তি দিলেন।

আর যেন সকলের কাছে স্পষ্ট হতে পারে, এ পুণ্যবান ব্যক্তি কেমন তৎপরতার সঙ্গেই তাঁর নতুন মণ্ডলীকে লক্ষ ক'রে ভবিষ্যতের জন্যও শান্তি ও নিরাপত্তা মঙ্গলদানে সুব্যবস্থা করেছেন, সেজন্য প্রমাণস্বরূপ আমরা এখানে তাঁর একটি পত্র উল্লেখ করি:

'আমি হেনরী, ঐশবিধান সূত্রে রাজা, মণ্ডলীর বর্তমান ও ভাবী সকল সন্তানদের সমীপে! পবিত্র শাস্ত্র তার কল্যাণকর নির্দেশ দ্বারা আমাদের আমন্ত্রণ করে ও চেতনাও দান করে, যেন পার্থিব সম্পদ ও ইহলোকের সমস্ত আরাম ত্যাগ করে সমস্ত উপায়ে স্বর্গের চিরন্তন আবাসের অন্বেষণ করি। কেননা বর্তমান গৌরবের উপভোগ ক্ষণস্থায়ী ও অসার, যদি না সনাতন স্বর্গের দিকে লক্ষ করে। আর ঈশ্বরের করুণা যখন স্থির করল যে, পৃথিবীর মঙ্গলই হবে স্বর্গীয় মাতৃভূমির মূল্য, তখন মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এক প্রতিকার দান করল।

অতএব, তেমন প্রসন্নতা স্মরণ করে ও একথা জেনে যে, ঈশ্বরের দয়ার স্বাধীন ব্যবস্থা গুণেই আমরা রাজ-মর্যাদায় উন্নীত হয়েছি, আমাদের বিবেচনায়, আমাদের পূর্বপুরুষদের নির্মিত গির্জাগুলো বিস্তারিত করা শুধু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের মহত্তর গৌরবে নতুনগুলোও নির্মাণ করা ও আমাদের ভক্তির চিহ্নস্বরূপে সেগুলোকে সম্পদ ও নানা সুবিধায় সজ্জিত করা উত্তম কাজ বলে মনে হল। এজন্য প্রভুর আদেশের প্রতি সজাগ মনোযোগ দান করে ও ঐশসুপরামর্শ পালন করে আমরা, ঐশউদারতা থেকে যে সমস্ত ঐশ্বর্য আমাদের কাছে মঞ্জুর করা হয়েছে তা স্বর্গেই গচ্ছিত রাখতে ইচ্ছা প্রকাশ করি—হ্যাঁ, সেই স্বর্গেই, যেখানে কোন চোর বলপ্রয়োগে প্রবেশ করে চুরি করে না, কোন কীট বা পোকাও কিছুই ক্ষয় করে না; সেই স্বর্গেই, যেখানে আমাদের সমস্ত বিষয় এখন গচ্ছিত করতে তৎপরতা দেখাচ্ছি, আমাদের হৃদয়ও যেন বাসনা ও ভালবাসার সঙ্গে সেদিকে অনুক্ষণ লক্ষ করতে পারে।

অতএব আমাদের ইচ্ছা, সকল ভক্তজন যেন জানতে পারে যে, আমরা আমাদের পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করা বার্বেঙ্গা নামক একটি স্থান প্রধান ধর্মপ্রদেশীয় আসনের মর্যাদায় উন্নীত করেছি, যাতে সেখানে আমাদের ও আমাদের মাতাপিতার সম্মানপূর্ণ স্মৃতি পালিত হয় ও সকল ভক্তদের জন্য পরিত্রাণের যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়।'

শ্লোক প্রজ্ঞা ১০:১২,১৪,১০ দ্রঃ

প্র প্রভু আপন পুণ্যজনকে শত্রুদের হাত থেকে রেহাই দিলেন, সেই শত্রুদের পাতা ফাঁদ থেকে তাকে রক্ষা করলেন,

উ তাকে দিলেন চিরন্তন গৌরব।

প্র প্রভু তাকে ন্যায় পথে চালনা করলেন,

উ তাকে দিলেন চিরন্তন গৌরব।

১৪ই জুলাই

সাধু কামিলুস দ্য লেলিস, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু কামিলুসের এক সঙ্গী-লিখিত 'সাধু কামিলুসের জীবনী'

ভাইদের মধ্যে প্রভুসেবা

সকল সদ্‌গুণের মূল ও তাঁর কাছে সবচেয়ে সাধারণ দান সেই পুণ্য ভালবাসা নিয়েই শুরু করে আমি একথা বলছি যে, সাধু কামিলুস এ পুণ্য সদ্‌গুণে সম্পূর্ণরূপে উদ্দীপ্ত ছিলেন—ঈশ্বরের প্রতি শুধু নয়, প্রতিবেশীরও প্রতি, ও বিশেষভাবে অসুস্থদেরই প্রতি। তাদের দেখামাত্রই তাঁর অন্তর বিগলিত হয়ে যেত, তাঁর চোখে জল দেখা দিত, ও অন্য সমস্ত আকর্ষণ বা পার্থিব আনন্দ একেবারে বিস্মৃত হত। যখন তাদের একজনের সেবা করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল তিনি কেমন যেন ভালবাসা ও দয়ায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলেন ও তাদের কষ্ট সহনীয় করার জন্য ও তাদের অসুস্থতায় তাদের আরাম দেবার জন্য নিজের মাথায়ই সমস্ত রোগ বহন করতে ইচ্ছা করছিলেন। রোগপীড়িতদের মধ্যে খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বকে এত জীবন্তই ধারণ করছিলেন যে, যখন তাদের খাওয়াতেন, তখন তারাই যে স্বয়ং প্রভু তা মনে করে প্রায়ই তাদের কাছে অনুগ্রহ ও পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। তাদের সম্মুখে এমন মর্যাদা দেখাচ্ছিলেন, তিনি ঠিক যেন প্রভুর উপস্থিতেই আছেন।

পুণ্য ভালবাসার কথার চেয়ে তিনি মহত্তর ভক্তিতে অন্য বিষয়ে তত কথা বলছিলেন না; তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি সকল মানুষের হৃদয় ভালবাসায় মুদ্রাঙ্কিত করবেন।

এ পুণ্য সদ্‌গুণের প্রতি আপন ধর্মভাইদের উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি যীশুখ্রীষ্টের মাধুর্যপূর্ণ এই বাণী প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন: *আমি পীড়িত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে;* তিনি এ বাণী এত ঘন ঘন আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করছিলেন যে, মনে হচ্ছিল, তা তাঁর হৃদয়ের মধ্যে খোদাই করে লেখা ছিল।

কামিলুস এমন মহা ভালবাসার মানুষ ছিলেন যে, কেবল রোগপীড়িত ও মরণাপন্নদের প্রতি নয়, কিন্তু সাধারণত অন্য সকল গরিব ও হতভাগার প্রতিও দয়া ও করুণা অনুভব করছিলেন।

অভাবগ্রস্তদের প্রতি তাঁর হৃদয় দয়ায় এতই পরিপূর্ণ ছিল যে, তিনি বারবার বলছিলেন: জগতে গরিবদের আর খোঁজ না থাকলে, মানুষের উচিত তাদের খোঁজ করে বেড়ানো, এমনকি মাটির নিচে থেকেও তাদের বের করা, যাতে তাদের উপকার করা হয় ও তাদের প্রতি করুণা দেখানো হয়।

শ্লোক ১ থে ৫:১৪,১৫,১৮; রো ১৫:৭ দ্রঃ

প্র রোগপীড়িতদের গ্রহণ কর, নিজেদের ও সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর:
উ খ্রীষ্টযীশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা।
প্র ঈশ্বরের গৌরবের খাতিরে তোমরা পরস্পরকে সাদরে গ্রহণ কর, স্বয়ং খ্রীষ্ট যেইভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছেন;
উ খ্রীষ্টযীশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা।

১৫ই জুলাই

সাধু বনাভেন্তুরা, ধর্মপাল ও আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বনাভেন্তুরা-লিখিত 'ঈশ্বরের দিকে অন্তরের যাত্রাপথ' ৭:১,২,৪,৬

পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশিত সেই রহস্যময় প্রজ্ঞা

খ্রীষ্ট হলেন পথ ও দরজা। খ্রীষ্ট হলেন সিঁড়ি ও যানবাহন। তিনি সেই প্রায়শ্চিত্তাসন যা ঈশ্বরের মঞ্জুষার উপরে স্থিত। তিনি *সেই রহস্য যা অনাদিকাল থেকে গুপ্ত।* তেমন প্রায়শ্চিত্তাসনের কাছে যে কেউ সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের মনোভাবে লক্ষ করে, ও বিশ্বাস, আশা, ভালবাসা, ভক্তি, সম্মান, আনন্দ, মর্যাদা, প্রশংসা ও হৃদয়ের উল্লাসের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, সে তাঁর সঙ্গে পাস্কা অর্থাৎ সেই উত্তরণ পালন করে: প্রান্তরে প্রবেশ করার জন্য মিশর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে ক্রুশ-দণ্ড দ্বারা লোহিত সাগর পার হয়। প্রান্তরে সে গুপ্ত মান্না খায়, বাহ্যিক দিক থেকে মৃতই যেন সে খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাধিতে বিশ্রাম করে, কিন্তু তবুও আমাদের পথিক অবস্থার পক্ষে যতখানি সাধ্য, সে সেই বাণী শোনে যা ক্রুশে সেই দস্যুকেই বলা হয়েছিল যে ভালবাসায়

খ্রীষ্টের খুবই কাছাকাছি ছিল: *আজই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে স্থান পাবে।*

তবু এ উত্তরণ যেন সিদ্ধ হয়, এ প্রয়োজন রয়েছে যে, যেন মনের সমস্ত কর্ম বন্ধ করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ঈশ্বরেই সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত ও স্থানান্তরিত হয়।

তেমন কাজ এমন রহস্যময় ও অসাধারণ কাজ, যা যারা তা গ্রহণ করেছে কেবল তারাই জানে। আর তা কেবল তারাই গ্রহণ করে যারা তা বাসনা করে, আর তা কেবল তারাই বাসনা করে যারা পবিত্র আত্মার সেই আগুন দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে যা খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এনেছিলেন। এজন্যই প্রেরিতদূত বলেন যে, এ রহস্যময় প্রজ্ঞা পবিত্র আত্মা দ্বারাই প্রকাশিত।

আর তুমি যদি জানতে চাও এ সমস্ত কিছু কেমন ভাবে ঘটে, তবে অনুগ্রহের কাছেই প্রশ্নটি রাখ, বিজ্ঞানের কাছে নয়; বাসনার কাছেই প্রশ্নটি রাখ, বিচারবুদ্ধির কাছে নয়; প্রার্থনার শ্বাসের কাছেই প্রশ্নটি রাখ, জানার কামনার কাছে নয়; বরের কাছেই প্রশ্নটি রাখ, আচার্যের কাছে নয়; ঈশ্বরের কাছেই প্রশ্নটি রাখ, মানুষের কাছে নয়; অন্ধকারময় রহস্যের কাছেই প্রশ্নটি রাখ, বাহ্যিক উজ্জ্বলতার কাছে নয়; আলোর কাছে নয়, সেই আগুনেরই কাছে প্রশ্নটি রাখ যা আমাদের গোটা সত্তা উদ্দীপ্ত করে ও তার কোমল অভিষেক দ্বারা ও সবচেয়ে জ্বলন্ত ভক্তি দ্বারা তাকে ঈশ্বরে নিমজ্জিত করে।

তেমন আগুন হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, ও তেমন চুল্লি পুণ্যময়ী যেরুসালেমেই অবস্থিত; এবং খ্রীষ্টই নিজ জ্বলন্ত যন্ত্রণাভোগের উত্তাপ দ্বারা তা জ্বালিয়ে দেন। একথা কেবল সে-ই অনুভব করতে পারে, যে বলে: *আমার প্রাণ ক্রুশে আরোপিত হওয়ায় প্রীত হল, আমার হাড় মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছে।*

তেমন মৃত্যুকে যে ভালবাসে, সে-ই ঈশ্বরকে দেখতে পায়, কেননা এ বাণী সত্য হয়ে থাকে যা অনুসারে *কোন মানুষ আমাকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না।* সুতরাং এসো, মৃত্যু ভোগ করি আর এ অন্ধকারে প্রবেশ করি; সমস্ত চিন্তা, ভাবাবেগ ও অসার কল্পনা নিস্তব্ধ করে দিই। এসো, ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের সঙ্গে *এজগৎ থেকে পিতার কাছে* উত্তীর্ণ হই, যেন তাঁকে দেখে ফিলিপের সঙ্গে বলতে পারি: *আর কিছুই চাই না।* এসো, পলের সঙ্গে এ বাণী শুনি: *আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট;* দাউদের সঙ্গে আনন্দ ভোগ করে বলি: *আমার দেহ, আমার হৃদয় নিঃশেষিত হয়েছে, হে আমার হৃদয়ের ঈশ্বর, হে আমার চিরকালীন স্বত্বাংশ! ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে। সমগ্র জনগণ বলে উঠুক, আমেন!*

শ্লোক ১ যোহন ৩:২৪; সিরা ১:৯,১০ দ্রঃ

প্র তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে
বসবাস করেন।
উ তার প্রমাণ এ: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা।
প্র প্রভু নিজেই প্রজ্ঞা সৃষ্টি করলেন; তাঁর সমস্ত নির্মাণকাজের উপরে তা বর্ষণ করলেন; যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।
উ তার প্রমাণ এ: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা।

১৬ই জুলাই

কার্মেল রানী মারীয়া

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **প্রভুর জন্মোৎসব, উপদেশ ১:২,৩**

মারীয়া খ্রীষ্টকে দেহের চেয়ে আগে অন্তরেই গর্ভধারণ করলেন

দাউদ-রাজবংশীয় এমন এক কুমারী নির্বাচিতা হন যিনি পবিত্র মাতৃত্বের জন্য নিযুক্তা হয়ে মানবেশ্বর শিশুকে দেহের চেয়ে আগে অন্তরেই গর্ভধারণ করবেন। আর ঐশসঙ্কল্প বিষয়ে অচেতন হওয়ায় তিনি যেন তেমন অসাধারণ ঘটনার সম্মুখীন হয়ে ভয়ে অভিভূতা না হন, সেজন্য দূতের সঙ্গে সংলাপের মধ্য দিয়ে সেই রহস্য

জানতে পারেন যা পবিত্র আত্মা তাঁর মধ্যে সাধন করতে যাচ্ছিলেন। আর যিনি ঈশ্বরজননী হতে চলছেন, তিনি তো মনে করেন না, তা তাঁর কুমারী মর্যাদা ক্ষতি করবে। বাস্তবিকই, যখন তাঁর কাছে পরাৎপরের প্রভাবের কার্যকারিতা প্রতিশ্রুত হয়, তখন কেনই বা তাঁকে গর্ভধারণের নবীনত্ব বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে? তাঁর বিশ্বাস যা ইতিমধ্যে সিদ্ধই বিশ্বাস, তাও পূর্ববর্তী এক অলৌকিক কাজ দ্বারা সুস্থির করা হয়, কেননা সমস্ত প্রত্যাশার অতীতে এলিজাবেথকে উর্বরতা অর্পণ করা হয়, যাতে বন্ধ্যাকে যিনি গর্ভধারণ ক্ষমতা দিয়েছিলেন তিনি যে কুমারীকেও গর্ভধারণ ক্ষমতা দিতে পারেন তা যেন সন্দেহের বিষয় না হয়।

এজন্য যিনি নিজেই ঈশ্বর ও ঈশ্বরপুত্র, সেই ঈশ্বরের বাণী যিনি *আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, যাঁর দ্বারা সবই হয়েছিল আর যা কিছু হয়েছে তার কিছুই যাঁকে ব্যতীত হয়নি,* তিনি মানুষকে চিরন্তন মৃত্যু থেকে মুক্ত করার জন্য মানুষ হলেন। কিন্তু আমাদের নিম্ন দশাকে ধারণ করা পর্যন্তই অবনত হয়েও তিনি নিজ ঐশমর্যাদা হ্রাস করেননি; বরং তিনি যা ছিলেন তা হয়ে থেকে, ও যা ছিলেন না তা ধারণ করে তিনি যে স্বরূপ অনুসারে পিতা ঈশ্বরের সমতুল্য তা দাসের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত করলেন ও উভয় স্বরূপ এমন অপরূপ বন্ধনে মিলিত করলেন যাতে ঐশগৌরব নিম্ন স্বরূপটাকে নিঃশেষ না করে, আবার ধারণ-করা-নিম্নস্বরূপও যেন উচ্চ স্বরূপটাকে হ্রাস না করে।

সুতরাং এক একটি স্বরূপের মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকায় ও উভয় স্বরূপ একমাত্র ব্যক্তিত্বে একসঙ্গে প্রবিষ্ট হওয়ায় ঐশমর্যাদা নিম্নতাকে ধারণ করল, শক্তি দুর্বলতাকে ধারণ করল, ও অনাদিকাল মরণশীলতাকে ধারণ করল। আর আমাদের দশার ঋণ শোধ করতে সেই আবেগহীন স্বরূপ আমাদের আবেগ-প্রবণ স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হল, এবং প্রভুর ঐক্যে প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষের সমন্বয় ঘটে, যাতে আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে ঠিক যেভাবে উপযোগী ছিল, *ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেই* অনন্য ও একমাত্র *মধ্যস্থ* এক স্বরূপের দিক দিয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারেন ও অপর স্বরূপের দিক দিয়ে পুনরুত্থান করতে পারেন। অতএব ত্রাণকর্তার প্রসব কুমারীত্বের অক্ষুণ্ণতা কোন প্রকারেই ক্ষয় করেনি, কারণ যিনি সত্য তাঁর জন্মই হল কুমারীত্বের রক্ষক।

এজন্যই, প্রিয়জনেরা, এ সমীচীন ছিল যে, যিনি *ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা* তিনি এমন জন্ম গ্রহণ করবেন যাতে নিম্নতার দিক দিয়ে আমাদের অনুরূপ হন ও ঈশ্বরত্বের দিক দিয়ে অতুলনীয়ভাবে আমাদের ঊর্ধ্বে হন। বাস্তবিকই তিনি প্রকৃত ঈশ্বর না হলে প্রতিকার আনতে পারতেন না; আবার, প্রকৃত মানুষ না হলে তিনি আদর্শই রেখে যেতে পারতেন না।

এজন্য প্রভুর জন্মলগ্নে দূতবাহিনী উল্লসিত কণ্ঠে গান করেন, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব,* এবং ঘোষণা করে চলেন, *ইহলোকে সদিচ্ছার মানুষের জন্য শান্তি।* তাঁরা তো দেখতে পাচ্ছেন, স্বর্গীয় যেরুসালেমকে বিশ্বের সকল জাতিকে নিয়েই নির্মাণ করা হচ্ছে: ঐশকরুণার এ অনির্বচনীয় কাজের জন্য যখন স্বয়ং স্বর্গদূতেরাও এত আনন্দিত, তখন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পক্ষে কতই না উল্লসিত হওয়া উচিত!

শ্লোক

℟ এসো, প্রভুর বিনম্র দাসী সেই গৌরবময়ী কুমারী মারীয়ার স্মৃতি রক্ষা করি;
℣ দূতের সংবাদে মারীয়া বিশ্বত্রাতাকে গর্ভধারণ করলেন।
℟ ঈশ্বরজননীর প্রশংসাগানে, এসো, তাঁর সন্তান সেই খ্রীষ্টের গৌরবকীর্তন করি;
℣ দূতের সংবাদে মারীয়া বিশ্বত্রাতাকে গর্ভধারণ করলেন।

২১শে জুলাই

ব্রিন্দিসির সাধু লরেন্স, পুরোহিত ও আচার্য

দ্বিতীয় পাঠ - ব্রিন্দিসির সাধু লরেন্সের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৭**

বাণীপ্রচার প্রৈরিতিক কর্তব্য

আমাদের মত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্ট স্বর্গদূতদের সঙ্গে আমাদের যা সাধারণ অধিকার,

সেই আধ্যাত্মিক জীবন সুস্থির রাখার জন্য পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের ও ঈশ্বরের ভালবাসার রুটি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বিনা বিশ্বাসে অনুগ্রহ ও ভালবাসা থাকতে পারে না, কারণ বিনা বিশ্বাসে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্ভব নয়। আবার, বিনা ঐশবাণী প্রচারে বিশ্বাসের বৃদ্ধিও সম্ভব নয়, বাস্তবিকই *বিশ্বাস প্রচারের উপর নির্ভর করে, আবার প্রচার খ্রীষ্টের বচন দ্বারাই সাধিত।* সুতরাং আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে ঐশবাণী প্রচার প্রয়োজন, দৈহিক জীবন সুস্থির করার জন্য বীজ-বপন যেভাবে প্রয়োজন।

এজন্য খ্রীষ্ট বলেন: *বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়ল।* সেই বীজবুনিয়ে ধর্মময়তার প্রচারক রূপেই বেরিয়ে পড়ল, আর আমরা পড়েছি যে একসময় স্বয়ং ঈশ্বরই সেই ধর্মময়তার প্রচারক হলেন, যেমনটি প্রান্তরে তিনি নিজ কণ্ঠেই স্বর্গ থেকে সমস্ত জাতিকে ধর্মময়তার বিধান দিয়েছিলেন। অন্য সময়, সেই শোকার্তদের দেশে, প্রভুর এক দূত জনগণকে ঐশবিধানের প্রতি তাদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ভর্ৎসনা করেছিলেন। এজন্য দূতের বাণী শুনে ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলেই অনুতপ্ত হৃদয়ে চিৎকার করতে করতে চোখের জল ফেলল। মোয়াব অঞ্চলে মোশীও সমস্ত জাতির কাছে প্রভুর বিধানের কথা প্রচার করেছিলেন।

কিন্তু পরিশেষে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে মানবেশ্বর সেই খ্রীষ্টই এলেন, এবং একসময় যেমন নবীদের প্রেরণ করেছিলেন, তেমনি এবার তিনি প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করলেন।

সুতরাং, বাণীপ্রচার প্রৈরিতিক, দৌত্য, খ্রীষ্টীয় ও ঐশ এক কর্তব্য। ঈশ্বরের বাণী সমস্ত মঙ্গলে এমনই পরিপূর্ণ, যা সমস্ত মঙ্গলের ধনস্বরূপ, কেননা ঐশবাণী থেকেই বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা নির্গত; ঐশবাণী থেকেই সমস্ত সদ্‌গুণ, পবিত্র আত্মার সকল দান, সুসমাচারের সকল আশীর্বাণী, সমস্ত শুভকর্ম, জীবনের সকল পুণ্যফল, স্বর্গের গোটা গৌরব উদ্গাত: *তোমাদের অন্তরে সেই রোপিত বাণীকে সাদরে গ্রহণ কর, যা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম।*

কেননা মানুষ যেন ঈশ্বরকে জানতে ও ভালবাসতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে প্রভুর বাণী উপলব্ধি-শক্তির পক্ষে আলো, ও ইচ্ছা-শক্তির পক্ষে আগুন। সেই আন্তরিক মানুষ যে অনুগ্রহ দ্বারা ঈশ্বরের আত্মার উপর নির্ভর করেই বাঁচে, তার জন্য প্রভুর বাণী হল রুটি ও জল, কিন্তু এমন রুটি যা মধুর চেয়েও মিষ্টি, ও এমন জল যা আঙুররস ও দুধের চেয়েও শ্রেয়। আত্মার পক্ষে প্রভুর বাণী হল পুণ্যফলের আত্মিক ধনভাণ্ডার, এজন্য সোনা ও মূল্যবান রত্ন বলে অভিহিত। আবার, যে হৃদয় পাষাণ ও রিপুতে নিমজ্জিত, তার পক্ষে প্রভুর বাণী হল হাতুড়ির মত; তাছাড়া সমস্ত পাপ ধ্বংস করার জন্য ঐশবাণী হল দেহলালসা, সংসার ও শয়তানের বিরুদ্ধে খড়্গস্বরূপ।

শ্লোক ইসা ৪০:৯; লুক ৯:৫৯,৬০ দ্রঃ

℣ তুমি যে সুসমাচার বয়ে আন, উচ্চ এক পর্বতে গিয়ে ওঠ;
℟ সকল শহরকে বল: এই যে তোমাদের পরমেশ্বর!
℣ আমার অনুসরণ কর: গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের সংবাদ ঘোষণা কর;
℟ সকল শহরকে বল: এই যে তোমাদের পরমেশ্বর!

২২শে জুলাই

সাধ্বী মারীয়া মাগদালেনা

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সুসমাচারে উপদেশাবলি' ২৫:১-২

তিনি খ্রীষ্টের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্তা ছিলেন

সমাধিস্থানে গিয়ে প্রভুর দেহ না দেখতে পেয়ে মাগদালার মারীয়া ভাবলেন, লোকে তাঁকে তুলে নিয়ে গেছে, তাই তেমন কথা শিষ্যদের কাছে জানালেন। তাঁরা দেখতে এলেন, ও নারী যেভাবে বর্ণনা দিয়েছিলেন ব্যাপারটা ঠিক তাই বলে স্বীকার করলেন। তাঁদের বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে লেখা আছে: *শিষ্যেরা আবার ঘরে ফিরে গেলেন;* এরপর সুসমাচার বলে চলে: *মারীয়া কিন্তু সমাধিগুহার কাছে বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন।* এতে আমাদের চিন্তা

করা উচিত, এমন গভীর ভালবাসা এ নারীর প্রাণ দখল করেছিল যে, শিষ্যেরা চলে যাওয়ার পরেও তিনি প্রভুর সমাধিগুহা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে পারছিলেন না। তিনি তাঁরই সন্ধান করছিলেন যাঁর সন্ধান পাননি, এ সন্ধানে কাঁদছিলেন, ও তাঁর প্রতি জীবন্ত ভালবাসায় উদ্দীপ্তা হয়ে বাসনায় জ্বলছিলেন, কেননা ভাবছিলেন, লোকে তাঁকে কেড়ে নিয়ে গেল।

তাতে এমনটি ঘটল যে, যিনি তাঁর সন্ধান করতে একাকী থেকেছিলেন, কেবল তিনিই তাঁর দর্শন পেতে পারলেন: বাস্তবিকই যে কোন শুভকর্মের শক্তি স্থিরতায়ই বিরাজিত, যেমনটি স্বয়ং সত্যের কণ্ঠ ঘোষণা করল: *শেষ পর্যন্ত যে নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে।*

তাই মারীয়া একবারের মত তাঁর সন্ধান করলেন, কিন্তু তাঁর সন্ধান পাননি; সন্ধানে স্থির হলেন ও তাঁর সন্ধান পেতে তাঁকে দেওয়া হল! তাই এমনটি ঘটল যে, বাসনা বিস্তারিত হয়ে বৃদ্ধি পেল, ও বৃদ্ধি পেতে পেতে সন্ধানের বস্তুতে পৌঁছল। হ্যাঁ, পুণ্য বাসনা বিস্তারিত হতে হতেই বৃদ্ধি পায়; কিন্তু প্রতীক্ষার সময়ে শিথিল হলে তবে এ এমন লক্ষণ যে তেমন বাসনা প্রকৃত বাসনা নয়।

যে কেউ সত্যের নাগাল পেতে কৃতকার্য, সে-ই তেমন জ্বলন্ত বাসনার অভিজ্ঞতা করেছে; এজন্য দাউদ বলেন: *ঈশ্বরের জন্য, জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর; কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?* এবং পরম গীতে মণ্ডলী বলে: *আমি প্রেমপীড়িতা;* আবার এ কথাও বলে: *আমার প্রাণ মূর্ছা গেল।*

নারী, কেন কাঁদছ? কাকে খুঁজছ? তাঁকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, যাতে বাসনা বৃদ্ধি পায়, এবং তিনি যাঁকে ভালবাসেন, তাঁকে নাম ধরে ডাকলে তিনি যেন তাঁর প্রতি ভালবাসায় অধিক উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন।

যীশু তাঁকে বললেন: মারীয়া! তিনি আগে তাঁকে 'নারী' সাধারণ নামেই ডেকেছিলেন, কিন্তু মারীয়া তাঁকে চিনতে পারেননি, এবার তাঁকে নাম ধরেই ডাকেন, ঠিক যেন তিনি বলতে চাচ্ছিলেন: যিনি তোমাকে চিনতে পেরেছেন, তুমিও তাঁকে চিনে ফেল। মানুষ অপরকে যেভাবে চেনে, আমি তোমাকে সেভাবে, তথা সাধারণভাবে চিনি না, ব্যক্তিগতভাবেই তোমাকে চিনি।

সুতরাং মারীয়াকে যখন নাম ধরেই ডাকা হয়, তিনি স্রষ্টাকে চিনতে পারেন ও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলেন: *রাব্বুনি, যার অর্থ 'গুরু':* তিনিই ছিলেন, বাইরে মারীয়া যাঁর সন্ধান করছিলেন, আবার তিনিই ছিলেন যিনি আন্তরিক সন্ধানে তাঁকে চালিত করছিলেন।

শ্লোক

℟ সমাধিমন্দির থেকে ফিরে এসে মারীয়া মাগদালেনা শিষ্যদের সংবাদ দিলেন: আমি
প্রভুকে দেখেছি!
℣ ধন্য সেই নারী, যিনি পুনরুত্থিত জীবনের প্রথম সংবাদ বহন করলেন!
℟ প্রেমিকের জন্য কাঁদতে কাঁদতে তিনি যাঁর সন্ধান করছিলেন তাঁর সন্ধান পেলেন; তাঁকে দেখে ভাইদের
কাছে তাঁর সংবাদ দিলেন।
℣ ধন্য সেই নারী, যিনি পুনরুত্থিত জীবনের প্রথম সংবাদ বহন করলেন!

২৩শে জুলাই

সাধ্বী ব্রিজিতা, ধর্মব্রতিনী

দ্বিতীয় পাঠ - সাধ্বী ব্রিজিতারই বলে ধরে নেওয়া 'প্রার্থনামালা' **২য় প্রার্থনা**

ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের প্রতি মন উন্নীত করা

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তুমি ধন্য! তুমি যে আগে থেকেই তোমার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছ, তুমি যে অন্তিম ভোজের সময়ে পার্থিব রুটি তোমার গৌরবময় দেহে অপরূপভাবে পরিণত করেছ, তুমি যে তোমার যোগ্যতম যন্ত্রণাভোগের স্মৃতিচিহ্ন রূপে সেই রুটি প্রেরিতদূতদের মধ্যে ভাগ ভাগ করে দিয়েছ, তুমি যে তোমার বিনম্রতার অসীম মহত্ত্ব দেখিয়ে তোমার পবিত্র ও মূল্যবান হাত দিয়ে তাঁদের পা ধৌত করেছ।

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তোমার জয় হোক! তুমি যে যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর ভয়ে নিজ নিরপরাধী দেহে রক্ত ঘামিয়েছ, তথাপি মানবজাতির প্রতি তোমার প্রেম স্পষ্টভাবে দেখিয়ে আমাদের সেই মুক্তি সাধন করেছ যা সম্পন্ন করতে বাসনা করছিলে।

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তুমি ধন্য! তুমি যে তোমার বিনম্রতায় কাইয়াফার সামনে নিজেকে উপনীত হতে দিয়েছ, আর সকলের বিচারকর্তা হয়েও নিজেকে পিলাতের বিচারের অধীন হতে দিয়েছ।

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তোমার গৌরব হোক! তুমি যে বেগুনি রঙের কাপড়ে সজ্জিত হয়ে যখন তীক্ষ্ণতম কাঁটার মুকুটে ভূষিত হয়েছ তখন নিজেকে তামাশার বস্তু হতে দিয়েছ, ও সহ্য করেছ যে তোমার গৌরবময় শ্রীমুখ থুথুতে আবৃত হবে, তোমার চোখ ঢেকে দেওয়া হবে, তোমার মুখ ভক্তিহীন মানুষদের অপবিত্র হাত দ্বারা নির্মম ভাবে আঘাতগ্রস্ত হবে।

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তোমার প্রশংসা হোক! তুমি যে এমনটি হতে দিয়েছ তারা যেন তোমাকে স্তম্ভে বেঁধে দেয়, তোমাকে এত অমানবিক রূপে কশাঘাত করে, রক্তমাখা দেহে তোমাকে পিলাতের বিচারালয়ে চালিত করে, অথচ তুমি বলিদানে চালিত এক নিরপরাধী মেষশাবকের মতই নিজেকে দেখাচ্ছিলে!

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তোমার জয় হোক! তুমি যে রক্তসিক্ত তোমার পুণ্য দেহে নিজেকে ক্রুশমৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হতে দিয়েছ, তুমি যে কষ্ট করে সেই ক্রুশ কাঁধে বহন করেছ, তুমি যে যন্ত্রণাভোগের স্থানে নির্মমভাবে চালিত হবার পর ও বিবস্ত্র হবার পর সেই ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হতে ইচ্ছা করেছ।

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তোমার জয় হোক! তুমি যে এত পীড়নের মধ্যে ভালবাসা ও মঙ্গলময়তার সঙ্গে পাপশূন্যা ও কলঙ্কমুক্তা তোমার সেই যোগ্যতমা জননীর প্রতি বিনম্রভাবে দৃষ্টিপাত করেছ, ও তোমার শিষ্যের বিশ্বস্ত হাতে সঁপে দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছ।

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তুমি চিরকাল ধরে ধন্য! তুমি যে তোমার উপর নির্ভরশীল সেই দস্যুকে স্বর্গের গৌরব দেবে বলে দয়ার সঙ্গে প্রতিশ্রুত হয়ে তোমার মুমূর্ষু অবস্থায় সকল পাপীকে ক্ষমার আশ্বাস দিয়েছ।

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তোমার চিরপ্রশংসা হোক, তুমি যে পাপী এই আমাদের জন্য ক্রুশের উপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সবচেয়ে তীব্র তিক্ততা ও যন্ত্রণা ভোগ করেছ; হ্যাঁ, তোমার ক্ষতের তীব্রতম লাঞ্ছনা তোমার ধন্য প্রাণ ভয়ঙ্করভাবেই ভেদ করছিল ও তোমার পবিত্রতম হৃদয় হিংস্রভাবেই বিঁধে দিচ্ছিল যতক্ষণ না তোমার হৃদয় নিঃশেষিত হলে তুমি পরমশান্তিতে প্রাণ দিলে, ও মাথা নত করে তোমার আত্মা পিতা ঈশ্বরের হাতে সম্পূর্ণ বিনম্রতার সঙ্গেই সঁপে দিলে—এরপর শীতল দেহ হয়ে তুমি মৃত অবস্থায় রইলে।

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তুমি ধন্য! তুমি যে তোমার অমূল্য রক্তের মূল্যেই ও তোমার পবিত্রতম মৃত্যু দ্বারা আমাদের আত্মা মুক্ত করেছ, তুমি যে প্রবাসী অবস্থা থেকে অনন্ত জীবনেই দয়ার সঙ্গে তাদের ফিরিয়ে এনেছ।

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তুমি ধন্য! তুমি যে আমাদের পরিত্রাণের জন্য এমনটি দিয়েছ যাতে বর্শার আঘাতে তোমার বুক ও তোমার হৃদয় বিদ্ধ হয়, ও তোমার বিদ্ধ পাশ থেকে সেই অমূল্য রক্ত ও জল নিঃসৃত হয় যা আমাদের মুক্তি সাধন করল।

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তোমার গৌরব হোক! তুমি যে চেয়েছ, তোমার ধন্য দেহ তোমার দুঃখী জননীর হাতে সঁপে দেওয়া হবে ও তাঁর দ্বারা কাপড়ে জড়ানো হলে সমাধিমন্দিরে আবদ্ধ রাখা হবে ও সৈন্যদের দ্বারা সংরক্ষিত হবে।

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, চিরকাল ধরে তোমার জয় হোক! তুমি যে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করেছ ও তোমার মনোনীতদের কাছে জীবিত অবস্থায় দেখা-সাক্ষাৎ করেছ; তুমি যে চল্লিশ দিন পরে অনেকের দৃষ্টিগোচরে স্বর্গে আরোহণ করেছ, তুমি যে পাতাল থেকে যাদের মুক্ত করে দিয়েছিলে তোমার সেই বন্ধুদের সেই স্বর্গে সম্মানের মধ্যে আসন দিয়েছ।

হে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, চিরকাল ধরে তোমার উদ্দেশে বন্দনা ও প্রশংসাগান ধ্বনিত হোক! তুমি শিষ্যদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছ ও তাঁদের অন্তরে অসীম ও দিব্য প্রেম সঞ্চার করেছ।

হে আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, যুগ যুগ ধরে তোমার উদ্দেশে প্রশংসা ও গৌরবগান ধ্বনিত হোক! তুমি যে, কুমারী থেকে যে দেহ ধারণ করেছিলে, তার পবিত্রতম অঙ্গে দৈহিকরূপে দৃশ্য হয়ে তোমার রাজমহিমায় তোমার স্বর্গরাজ্যের সিংহাসনে আসীন আছ। আর সেভাবেই তুমি জীবিত ও মৃত সকলেরই আত্মা বিচার করতে বিচারের দিনে আগমন করবে—তুমি যে পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক প্রত্যা ১:৫,৬; এফে ৫:২ দ্রঃ

℣ খ্রীষ্ট আমাদের ভালবাসেন, ও নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন,
℟ তিনি আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক।
℣ তোমরা ভালবাসায় চল: খ্রীষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদের জন্য নিজেকে
দান করেছেন।
℟ তিনি আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক।

২৫শে জুলাই

সাধু যাকোব, প্রেরিতদূত

পর্ব

দ্বিতীয় পাঠ - পাফ্লাগনিয়ার সন্ন্যাসী নিচেতাসের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৫**

প্রেরিতদূত যাকোবের গুণকীর্তন

মহামান্য পিতরের সঙ্গে যাকোব ও যোহনও খ্রীষ্টের চোখে মুখ্য ও সর্বোচ্চ সম্মান পাবার যোগ্য বলে পরিগণিত হলেন। তাঁরা তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত শিষ্য হওয়ায় তিনি সেই পর্বতচূড়ায় তাঁদের কাছে নিজ দিব্য দেহের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। উপরন্তু তাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হওয়ায় তিনি তাঁদের কাছে সেই মৃত্যুজনক যন্ত্রণাও দেখালেন যা তাঁর মানবস্বরূপের খাতিরে তাঁর সামনে উপস্থিত ছিল; এবং অন্তিম ভোজের পর পরেই তিনি তাঁদের সঙ্গে করে নিলেন তাঁরা যেন তাঁদের প্রার্থনায় তাঁর সঙ্গী হন—যদিও দুঃখে আক্রান্ত হয়ে তাঁরা নিদ্রা গেলেন। আমি মনে করি যে, প্রভুর সঙ্গে তাঁদের সংসর্গ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের এ দু'জন দাসের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না, তাঁদের ভক্তিপূর্ণ সদাগ্রহ, তাঁদের প্রকৃত বিশ্বাস ও তাঁদের সিদ্ধ ভালবাসা, বা তাঁদের উপরে ঊর্ধ্ব থেকে পবিত্র আত্মার অবতরণ, সেই নানা ভাষা বণ্টন ও ঐশদানগুলো বিতরণ ক্ষেত্রেও নয়। এসব দিক দিয়ে উভয়কে একমাত্র ব্যক্তিত্ব বলেই প্রশংসা করা যেতে পারে, কারণ তাঁরা খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির অনুরূপ ছিলেন ও একই পবিত্র আত্মাই তাঁদের একইভাবে সুস্থির ও মুদ্রাঙ্কিত করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের মৃত্যু ভিন্ন সময়ে ঘটেছিল ও ভিন্ন প্রকার হল, সেজন্য তাঁদের প্রশংসাবাদও ভিন্ন হওয়া উচিত।

অতএব, হে যাকোব, আমরা তোমার গুণকীর্তন করি! তুমি যে সত্যময় সুসমাচারের ভক্তিময় প্রচারক, তুমি যে পিতর ও যোহনের সঙ্গে প্রেরিতদূতদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ ও মুখ্য মর্যাদার অধিকারী! আমরা তোমার গৌরবকীর্তন করি! তুমি যে অন্য শিষ্যদের চেয়ে আগেই খ্রীষ্টের পাত্রে পান করেছ, তুমি যে তাঁর প্রতিশ্রুতি মত আমাদের ত্রাণকর্তার দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হয়েছ, তুমি যে প্রেরিতদূত ও সাক্ষ্যমর হওয়ায় এখন দ্বিবিধ মালায় ভূষিত।

হে ঐশবাণীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী, আমরা তোমার মহিমাগান করি! তুমি যে ঈশ্বরের দর্শন প্রাপ্ত, কারণ মাছ-ধরা জেলে থেকে মানুষ-ধরা জেলে হতে চাইলে, এক বাসনা অন্য বাসনায় পরিণত করেছ, ও এক উত্তরাধিকারের বিনিময়ে অন্য উত্তরাধিকারে প্রীত হয়েছ—অস্থায়ী বিষয়ের স্থানে তুমি চিরস্থায়ী বিষয় অর্জন করেছ, এবং এ পার্থিব নশ্বর সংসারের পরিবর্তে সেই স্বর্গীয় অবিনশ্বর জগৎ লাভ করেছ।

আমরা তোমার স্তুতিবাদ করি! তুমি যে একসময় যেমন পৃথিবীতে মানবেশ্বরের সঙ্গে দৈহিক সংসর্গের অধিকারী ছিলে, তেমনি এখন তাঁর সঙ্গে আত্মায় মিলিত হয়ে স্বর্গে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি সদালাপের অধিকারী।

শ্লোক সাম ১৯:৪,৫; প্রজ্ঞা ৫:১

℣ এমন কথা নেই, এমন বাণীও নেই যেখানে শোনা না যায় তাঁদের কণ্ঠস্বর,
℟ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।
℣ ধার্মিকেরা মহা সৎসাহসের সঙ্গে তাদেরই সামনে দাঁড়াবেন, যারা তাঁদের অত্যাচার করেছিল।
℟ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

২৬শে জুলাই

সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্না
কুমারী মারীয়ার জনক-জননী

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - দামাস্কাসের সাধু যোহনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৬**

তাদের ফল থেকেই তোমরা তাদের পরিচয় পাবে

যেহেতু এ ঘটবারই কথা ছিল যে, ঈশ্বরজননী সেই কুমারী আন্নার গর্ভেই জন্ম নেবেন, সেজন্য প্রকৃতি অনুগ্রহের পল্লবের আগে উপস্থিত হতে সাহস করল না, কিন্তু ফলবিহীন থাকল যাতে অনুগ্রহই নিজ ফল উৎপন্ন করে। কেননা সেই প্রথমজাত নারীরই জন্মাবার কথা ছিল, যাঁর গর্ভে নিখিল সৃষ্টজীবদের সেই প্রথমজাত জন্ম নেবেন যাঁর মধ্যে সমস্ত কিছু অস্তিত্ব পায়। যোয়াকিম ও আন্না, তোমরা কেমন ধন্য দম্পতি! তোমাদেরই প্রতি সমস্ত সৃষ্টজীব ঋণী, কারণ তোমাদের মধ্য দিয়েই সৃষ্টজীব স্রষ্টার কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপহার অর্পণ করেছে, তথা সেই শুচি জননীকে অর্পণ করেছে যিনিই মাত্র স্রষ্টার যোগ্যা!

আন্না, *তুমি যে বন্ধ্যা, তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি, সানন্দে চিৎকার কর; তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি, উল্লাসে ফেটে পড়।* যোয়াকিম, আনন্দে মেতে ওঠ, কারণ তোমার কন্যা থেকেই *এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের। তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রী,* বিশ্বত্রাতা, *শক্তিশালী ঈশ্বর।'* এ শিশু স্বয়ং ঈশ্বর!

হে যোয়াকিম ও আন্না, হে ধন্য দম্পতি যা সত্যিই কলঙ্কমুক্ত! তোমাদের গর্ভের ফল থেকেই তোমাদের পরিচয় প্রকাশিত, যেমনটি প্রভু একসময় বলেছিলেন: *তোমরা তাদের ফল দ্বারাই তাদের চিনতে পারবে।* তোমরা তোমাদের জীবনাচরণ এমনভাবে সাজিয়েছ যা ঈশ্বরের গ্রহণীয়, ও তাঁরও গ্রহণীয় যিনি তোমাদের ঘরে জন্ম নিলেন। কেননা তোমাদের শুচি ও পুণ্য দাম্পত্যজীবনে তোমরা কুমারীত্বের সেই মুক্তাকে জন্ম দিয়েছ যিনি প্রসবের আগেও কুমারী ছিলেন, প্রসবের পরেও কুমারী হয়ে থাকলেন। তাঁরই কথা বলছি, যিনি অন্তর, আত্মা ও দেহের কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে উত্তীর্ণ হলেন। হে যোয়াকিম ও আন্না, হে শুচিতম দম্পতি! প্রকৃতির নিয়ম যে শুচিতা নিরূপণ করে তা রক্ষা করে তোমরা দিব্য শক্তি গুণে তা-ই অর্জন করেছ যা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে: হ্যাঁ, তোমরা সেই ঈশ্বরজননীকে জগতের কাছে অর্পণ করেছ যিনি কোন পুরুষ কখনও জানেননি। মানব অবস্থায় ধর্মসম্মত ও পুণ্য জীবন ধারণ করে তোমরা এমন কন্যাকে জন্ম দিয়েছ যিনি স্বর্গদূতদের চেয়েও মহান, এমনকি এখন স্বয়ং স্বর্গদূতদের রানী!

হে সুন্দরতমা ও কোমলপূর্ণা কুমারী! হে আদমকন্যা ও ঈশ্বরজননী! যে গর্ভ তোমাকে জীবন দিয়েছে, সেই গর্ভ ধন্য! ধন্য সেই বাহু যা তোমাকে আলিঙ্গন করল, ধন্য সেই ওষ্ঠ যা তোমাকে শুচি চুম্বন খেল—কেবল তোমার মাতাপিতারই সেই ওষ্ঠ—যাতে তুমি সম্পূর্ণরূপেই কুমারীত্ব রক্ষা করতে পারতে! *সমগ্র পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি, আনন্দে ফেটে পড়, চিৎকার কর, কর গান।* জয়ধ্বনি তোল, চিৎকার কর, ভয় করো না!

শ্লোক লুক ২:৩৭,৩৮; ১:৬৮ দ্রঃ

℣ তাঁরা দিবারাত্র উপবাস ও প্রার্থনা পালনে প্রভুর সেবা করছিলেন,
℟ তাঁরা ইস্রায়েলের মুক্তির প্রতীক্ষায় ছিলেন।

℣ তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, তিনি যেন আপন জনগণকে দেখতে আসেন:
℟ তাঁরা ইস্রায়েলের মুক্তির প্রতীক্ষায় ছিলেন।

২৯শে জুলাই

সাধ্বী মার্থা, মারীয়া ও সাধু লাজার
প্রভুর অতিথিসেবক

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১০৩:১-২,৬**

যাঁরা আপন গৃহে প্রভুকে বরণ করতে যোগ্য হলেন তাঁরা ধন্য

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের বাণী আমাদের স্মরণ করাতে চায় যে, আমরা এসংসারের নানা কর্মে ব্যস্ত থাকতেও একটিমাত্র গন্তব্যস্থানই রয়েছে যার দিকে সকলে ধাবিত। প্রবাসী ও অস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আমরা সেদিকেই ধাবিত; এমন যাত্রী যারা এখনও মাতৃভূমিতে নই, সেদিকেই আমরা ধাবিত; এমন বাসনারই আকাঙ্ক্ষী যা উপভোগ করতে এখনও অক্ষম, সেদিকেই আমরা ধাবিত। কিন্তু যাতে একদিন যাত্রার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, এ প্রয়োজন রয়েছে যে, আমরা যেন শিথিল না হয়ে অবিরতই সেদিকে ধাবিত থাকি।

মার্থা ও মারীয়া ছিলেন বোন, প্রকৃতির দিক দিয়ে শুধু নয়, ধর্মের দিক দিয়েও বোন: দু'জনেই ঈশ্বরকে সম্মান করতেন, দু'জনেই মাংসে উপস্থিত প্রভুর সেবা করতেন—তাঁরা একাত্মই ছিলেন। মার্থা তাঁকে সেভাবে গ্রহণ করলেন পাত্রীকে যেভাবে গ্রহণ করা হয়—তথাপি তিনি দাসী হিসাবে প্রভুকে গ্রহণ করলেন, রোগপীড়িতা হিসাবে ত্রাণকর্তাকে বরণ করলেন, সৃষ্টজীব হিসাবে স্রষ্টাকে অভ্যর্থনা জানালেন: দৈহিক দিক দিয়ে তাঁকে খাদ্য দেবার জন্যই তাঁকে গ্রহণ করলেন, কিন্তু এ উচিত ছিল যে, তিনিই তাঁর আত্মার খাদ্য গ্রহণ করবেন। কেননা প্রভু দাসের স্বরূপ ধারণ করতে ও এ দাসদের আকারে খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলেন বটে, তবু এ ছিল তাঁর প্রসন্নতারই ফল, অবস্থায় বাধ্যবাধকতার ফল নয়। বাস্তবিকই তিনি যে খাদ্য গ্রহণের জন্য নিজেকে অর্পণ করলেন, তাও তাঁর প্রসন্নতার অভিব্যক্তি, কারণ তাঁর দেহ ক্ষুধা ও পিপাসার আকর্ষণ পেত।

সুতরাং, প্রভুকে লাজারের ঘরে অতিথি রূপে বরণ করা হল, অথচ তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি *আপন অধিকারে এলেন কিন্তু তাঁর আপনজনেরা যাঁকে গ্রহণ করলেন না; কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তাদের তিনি দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার।* তিনি দাসদের দত্তকপুত্রত্ব দান করে তাদের আপন ভাই করলেন, বন্দিদের মুক্ত করে তাদের আপন সহউত্তরাধিকারী করলেন। তথাপি তোমাদের মধ্যে কেউ যেন একথা বলতে সাহস না করে: 'আহা, যারা খ্রীষ্টকে নিজেদের ঘরে বরণ করতে যোগ্য হল, তারা কতই না ধন্য!' তুমি যে এমন সময়ে জন্মেছ যে সময়ে প্রভুকে দেহগতভাবে দেখা সম্ভব নয়, এজন্য দুঃখ করো না, অযথা অভিযোগও তুলো না। তিনি তো তোমাকে তেমন সম্মান থেকে বঞ্চিত করেননি, কারণ নিজেই ঘোষণা করেছেন: *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।*

অন্যদিকে তুমি, মার্থা, শান্ত হও! তুমি তো তোমার প্রশংসনীয় সেবার বিনিময়ে পুরস্কার স্বরূপ বিশ্রামই চাচ্ছ। এখন তুমি নানা কর্মে নিমজ্জিত, মরণশীল দেহকেই আরাম দিতে চাও—সেই দেহ যত পুণ্যবান ব্যক্তির দেহ হোক না কেন! কিন্তু তবু আমাকে বল: যখন তুমি সেই মাতৃভূমিতে এসে পৌঁছবে, তখন কি খাওয়ানোর মত কোন যাত্রীকে পাবে? যার জন্য রুটি ভাগ করবে এমন ক্ষুধার্তকে পাবে? যাকে জল দেবে এমন পিপাসিতকে পাবে? দেখা-সাক্ষাৎ করার মত রোগীকে পাবে? শান্তিতে ফিরিয়ে আনার মত কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাবে? কবরে দেওয়ার মত কোন মৃতদেহ পাবে?

স্বর্গে এসব কিছুর জন্য আর স্থান থাকবেই না। তাহলে কী থাকবে? মারীয়া যা বেছে নিয়েছেন, তা-ই: সেখানে আমরাই খাদ্য পাব, কাউকে খাওয়াব না। এজন্য মারীয়া এখানে যা বেছে নিয়েছেন, তা সেখানে পূর্ণতা ও সিদ্ধি লাভ করবে: তিনি সেই প্রাচুর্যপূর্ণ মেজ থেকে প্রভুর বাণীই রুটির মত গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু তোমরা

কি সত্যি জানতে চাও স্বর্গে কী থাকবে? প্রভু নিজেই তো আপন দাসদের কাছে কথাটা বলেছিলেন: *আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি কোমর বেঁধে তাদের ভোজে আসন দেবেন, ও ঘুরে ঘুরে তাদের পরিবেশন করবেন।*

শ্লোক যোহন ১২:১,৩ দ্রঃ

℟ যীশু যেখানে লাজারকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, সেই বেথানিয়াতে তাঁর জন্য এক ভোজের আয়োজন করা হল,
℣ এবং মার্থা যীশুর পরিচর্যা করছিলেন।
℟ মারীয়া আধ কিলো বিশুদ্ধ বহুমূল্য সুগন্ধি জটামাংসী তেল নিয়ে এসে যীশুর পায়ে তা মাখিয়ে দিলেন,
℣ এবং মার্থা যীশুর পরিচর্যা করছিলেন।

৩০শে জুলাই

সাধু পিতর খ্রীসোলগ, ধর্মপাল ও আচার্য

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৪৮**

দেহধারণ নিগূঢ়তত্ত্ব

যখন কুমারী গর্ভধারণ করেন, তখন কুমারী হয়ে প্রসব করেন ও কুমারী হয়ে থাকেন: এ প্রকৃতির অধীন ব্যাপার নয়, কিন্তু দিব্য চিহ্ন; বিচারবুদ্ধির ব্যাপার নয়, কিন্তু ঐশশক্তির ফল; সৃষ্টির ব্যাপার নয়, কিন্তু স্রষ্টার কাজ; সাধারণ ব্যাপার নয়, কিন্তু অলৌকিক; মানবীয় ব্যাপারও নয়, কিন্তু ঐশ্বরিক। খ্রীষ্টের জন্ম প্রয়োজনের ফল নয়, কিন্তু ঐশঅধিকারের লক্ষণ, ধর্মগত সংস্কার, মানব পরিত্রাণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। যিনি জন্ম না নিয়ে অক্ষুণ্ন মাটি থেকে মানুষ গড়েছিলেন, তিনি নিজে জন্ম নিয়ে অক্ষুণ্ন দেহ থেকেই মানুষ গড়লেন। যে হাত আমাদের গড়তে প্রসন্নতার সঙ্গে মাটি ধারণ করলেন, সে হাত আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রসন্নতার সঙ্গে মাংসও ধারণ করেছিলেন। অতএব, স্রষ্টা যে আপন সৃষ্টজীবের মধ্যে থাকেন ও ঈশ্বর যে দেহমাংসে থাকেন, তা সৃষ্টজীবের সম্মান, ঈশ্বরের ক্ষতি নয়।

মানুষ, কেন নিজের বিষয়ে নিজেকে তত তুচ্ছ জ্ঞান কর, যখন ঈশ্বরের কাছে তুমি এত মূল্যবান? তুমি যখন ঈশ্বর দ্বারা তত সম্মানের পাত্র, তখন কেন নিজেকে তত অসম্মান কর? কেন জিজ্ঞাসা কর তুমি কোথা থেকে আগত, যখন জিজ্ঞাসা কর না কোন্ উদ্দেশ্যে তুমি সৃষ্ট হয়েছ? জগতের এ সমস্ত গৃহ যা তুমি চেয়ে দেখ, তা কি তোমার জন্য সৃষ্ট হয়নি? তোমার অন্তরে সঞ্চারিত আলো অন্ধকার দূর করে দেয়, তোমার জন্যই রাত সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হল, তোমার জন্যই দিন নিরূপণ করা হল: তোমার জন্যই আকাশমণ্ডল সূর্যের, চাঁদের ও তারার বিচিত্র প্রভায় উদ্ভাসিত করা হল; তোমার জন্যই ভূমি নানা ফুল, বন, অরণ্য ও ফলাদির রঙে রঞ্জিত করা হল; তোমার জন্যই সেই সুন্দর ও চমৎকার পশু-শ্রেণী সৃষ্ট হল যা আকাশে, স্থলে ও জলে চলাচল করে, যাতে শোকপূর্ণ নির্জনতা নবযুগের আনন্দ কলুষিত না করে।

তবু তোমার স্রষ্টা আর এমন কিছু ভাবলেন যাতে তোমার সম্মান অধিক বৃদ্ধি পায়: নিজের প্রতিমূর্তি তোমাতে বসালেন, যাতে দৃশ্য প্রতিমূর্তি অদৃশ্য স্রষ্টাকে উপস্থিত বলে উপস্থাপন করে; এবং পৃথিবীতে তোমাকে তাঁর প্রতিনিধি করলেন যাতে জগতের মত বিরাট একটা সম্পদ প্রভুর প্রতিনিধির অভাবী না হয়। ঈশ্বর যা কিছু তোমার মধ্যে নিজের জন্য করলেন, তিনি তাঁর মঙ্গলময়তায় তা নিজের মধ্যে ধারণ করলেন; যার মধ্যে তিনি আগে কল্পনাসূত্রে দৃশ্য হতে ইচ্ছা করলেন, সেই মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবেই দৃশ্য হতে ইচ্ছা করলেন; এবং এমনটি করলেন, যে মানুষ আগে তাঁর প্রতিমূর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল, সেই মানুষ যেন তাঁর নিজের সম্পদ হতে পারে।

এজন্য খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন, যাতে জন্ম গ্রহণ করে তিনি বিকৃত মানবস্বরূপকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন; তিনি শিশুকাল বরণ করেন, লালন-পালন গ্রহণ করেন, নানা বয়সকাল পার হন যাতে এমন নিখুঁত ও

স্থায়ী কাল প্রবর্তন করতে পারেন যা তিনি নিজেই আগে সৃষ্টি করেছিলেন: নিজেই মানুষকে বহন করেন পাছে মানুষের পতন হয়; যাকে তিনি পার্থিব করে গড়েছিলেন, তাকে স্বর্গীয় করলেন; মানবীয় আত্মা-বিশিষ্ট যে মানুষ, তাকে ঐশআত্মায় সঞ্জীবিত করেন: তাতে গোটা মানুষকে ঈশ্বর পর্যন্তই উন্নীত করেন যেন তার মধ্যে পাপ, মৃত্যু, শ্রম, দুঃখ বা পার্থিব যা কিছু আছে তার লেশমাত্র কিছুও না থাকে—আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টেরই কাজ গুণে যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে এখন ও চিরকাল ধরে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক ১ পিতর ২:৪,৫; সাম ১১৮:২২ দ্রঃ

℟ জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসো,
℣ যেন তোমরা, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হতে পার।
℟ তিনিই সেই প্রস্তর যা সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে,
℣ যাতে তোমরা, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হতে পার।

৩১শে জুলাই

সাধু ইগ্নাস লয়োলা, পুরোহিত

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - লুদভিক কন্সালভো দ্বারা সাধু ইগ্নাসের মুখ থেকে গৃহীত বাণী

আত্মাগুলোকে পরীক্ষা কর তারা ঈশ্বর থেকে আগত কিনা

যেহেতু বিভিন্ন প্রকার গল্প ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য কীর্তিকলাপ সংক্রান্ত কল্পনামূলক বই-পুস্তকের উত্তপ্ত পাঠক হয়েছিলেন, সেজন্য যখন অনুভব করলেন সুস্থতার পথে আছেন তখন ইগ্নাস জিজ্ঞাসা করলেন যেন সময় কাটাবার জন্য সেগুলোর কয়েকটা তাঁর জন্য আনা হয়। কিন্তু যে গৃহে তিনি চিকিৎসার জন্য ভর্তি ছিলেন, সেখানে সেপ্রকার পুস্তকের একটাও পাওয়া গেল না, ফলে তাঁকে দু'টো পুস্তক দেওয়া হল যেগুলোর নাম 'খ্রীষ্টের জীবনী' ও 'সাধুসাধ্বীর পুষ্পরাজি'—দু'টোই তাঁর মাতৃভাষায় লেখা পুস্তক।

তিনি সেগুলোকে একবার পড়েও বারবার পড়তে থাকলেন, আর সেগুলোর সার কথা আপন করতে করতে নিজ অন্তরে সেগুলোর আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট কৌতূহল জাগছে বলে অনুভব করছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর মন তঁর সেই আগেকার পাঠে বর্ণিত কাল্পনিক জগতের দিকে প্রায়ই ফিরে যাচ্ছিল। তেমন জটিল উত্তেজনার মধ্যেই দয়াবান ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করলেন।

বস্তুতপক্ষে আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের ও সাধুসাধ্বীদের জীবনী পড়তে পড়তে তিনি মনে মনে ভাবছিলেন ও এভাবে নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিলেন: ফ্রান্সিস যা যা করলেন, আমিও যদি তাই করতাম? আর যদি দমিনিকের আদর্শ অনুকরণ করতাম? এপ্রকার চিন্তা-ভাবনা সাংসারিক ভাবনার সঙ্গে পালা করে তাঁর মন দীর্ঘকাল ধরে দখল করছিল, আর তেমন বিচিত্র মানসিক অবস্থা বেশ কিছু দিন ধরে তাঁকে ব্যস্ত করল। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল: তিনি সংসারের বিষয় ভাবলে যথেষ্ট আনন্দ বোধ করছিলেন; আর ক্লান্ত হয়ে সেগুলোকে ত্যাগ করলেই নিজেকে শোকাচ্ছন্ন ও শুষ্ক অবস্থায় পাচ্ছিলেন। কিন্তু যা তিনি সাধুসাধ্বীদের পালন করতে দেখেছিলেন, নিজেকে সেই সমস্ত তপস্যার অংশীদার করার কথা ভাবলে তিনি কেবল তা ভাবার সময়েই আনন্দ বোধ করছিলেন এমন নয়, পরেও সেই আনন্দ থেকে যাচ্ছিল।

তথাপি তেমন পার্থক্যের দিকে তিনি তত চিন্তা দেননি, যেপর্যন্ত তাঁর মনশ্চক্ষু খুলে গেলে তিনি সেই সমস্ত আন্তরিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মনোযোগের সঙ্গে ভাবতে লাগলেন যা তাঁর পক্ষে দুঃখজনক ছিল আর সেগুলোও বিষয়ে যা তাঁর পক্ষে আনন্দজনক।

এটিই হল আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম ধ্যান। আর পরবর্তীতে অধ্যাত্ম অনুশীলনের পথে যথেষ্ট এগিয়ে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে, পরবর্তীকালে আপনজনদের কাছে আত্মাদের পার্থক্য সম্বন্ধে যা শেখালেন, তা

উপলব্ধি করতে ঠিক এই পর্যায় থেকে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১ পিতর ৪:১১,৮

প্র যার কথা বলার, সে এমনভাবেই বলুক যেন ঈশ্বরের বাণী ব্যক্ত করে; যার সেবা করার, সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি অনুসারেই সেবা করুক:
উ যেন সবকিছুতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা!
প্র সর্বোপরি পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাস;
উ যেন সবকিছুতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা!